মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

আগস্ট, ২০২৬
শ্রাবণ, ১৪৩৩

সূচীপত্র

২৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৪৩৩ ✪ আগস্ট ২০২৬

দেবযানে মানব চৈতন্যের ব্রহ্মলাভ		৩
বিশ্বময় হবে ব্যাপ্ত সত্য চেতন	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
বন্ধন মুক্তির সাধনে	চন্দ্রিকা রায়চৌধুরী	১৫
নিঃস্বার্থ মানুষ ঈশ্বরের করুণ লাভ করে	মানবেন্দ্র ঠাকুর	১৬
Divine Wisdom for Work and Life	Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee	১৮
God's Reality	Monoj Bag	২৫

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

দেবযানে মানব চৈতন্যের ব্রহ্মলাভ

মানবজীবন পথ সবই সচল হয়ে রয়েছে মানবের জড় জাগতিক চেতন ভিত্তিতে। জাগতিক জড় চেতন জীবন পথের চালিকা শক্তি। এই পথ চলার শক্তি আর প্রেরণার উৎস জড় প্রকৃতির মন। এই জড় প্রকৃতির মনের মাঝে আছে অহরহ নানা ধরনের বাসনা আর কামনা তাড়িত মনের প্রকৃতি। বাসনা ও কামনার প্রকৃতি কখনও তমোগুণি, কখনও রজগুণি আর কখনও বা সত্ত্বগুলি। তমো আর রজের বাসনা সঞ্চালনের মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট এক ভাব সংযোগ। তমঃ গুণের বাসনা কামনার নিম্নরুচি ঘুমন্ত শক্তি দ্বারা হয়ে আকাঙ্ক্ষায় ভরে থাকে। আর রজঃগুণ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় শক্তি-উদ্যোগ-গতি। সত্ত্বগুণে নিম্নরুচি সরে যায়, আসে অহং এর প্রভাব বা দাপট।

সঃ এতং দেবযানং পন্থানং আপদ্য অগ্নিলোকম আগচ্ছতি।
সঃ বায়ুলোকম্ সঃ আদিত্যলোকম্ সঃ বরুণলোকম্।
সঃ ইন্দ্রলোকম সঃ প্রজাপতিলোকম সঃ ব্রহ্মলোকম। (কৌ. উ. ১/৩)

ঋষির আব্যক্তিক সাধন পথের উপলব্ধির এখন চূড়ান্ত বিকাশ ক্ষণ। এখন সাধক চেতন অধ্যাত্ম ভাবনায় হয়ে পরিপূর্ণ ভগবৎ ভাবনায় মগ্ন হয়েই জগৎ কর্মের মাঝে হয়েছে যুক্ত। ভাগবতী ভাবনায় সমৃদ্ধ এই সাধন চেতন এখন ভক্তিতে ভরপুর আর একান্ত মগ্ন। এখন সাধন চেতন ক্রমান্বয়ে অগ্নিলোক-বায়ুলোক-আদিত্যলোক-বরুণলোক ইন্দ্রলোক-প্রজাপতিলোক করে অতিক্রম একান্ত সমাহিত নিবেদিত চেতন ব্রহ্মলোকের চেতন সঞ্জীবনী চেতন প্রদীপে বরণ করে নিয়ে প্রাপ্ত হবেন ব্রহ্মজ্ঞান।

সত্ত্বগুণের আভায় যখন হয়ে ওঠে জীবন স্নাত তখনই আসে এই জাগতিক বিকাশ পথের মাঝে শুভ ভাবনা ও সত্যময় ভাবনার উন্মেষ ঘটবার পর্বের সূচনার সম্ভাবনা এসে যায়। জাগতিক বিচারে যা কিছু সত্যময় তারই হয়ে উঠবে সত্ত্বগুণের কেন্দ্রীয় শক্তি। সত্ত্বগুণি সাধু চরিত্রের মাঝে খুব সহজেই ভেসে ওঠে অহং এর আবরণ। নিজের অহং প্রকাশ এই সত্ত্বগুণি জীবনকে একেবারে যেন চারদিক থেকে বেঁধে ফেলতে চায়। সত্ত্বগুণির সাধুত্ব যদি তার নিজস্ব চেতন সীমায় এসে যায় তবে তার মানব চেতনকে আচ্ছন্ন করে দেবে নিজ নিজ অহং দাপট-শক্তি। এমনই বোধ ক্রমে অঙ্গুরিত হতে থাকে যাকে এক কথায় বলা যায় নিজ-মহিমায় মগ্ন হয়ে থাকা। সত্ত্বগুণির নিজ মহিমার আবরণ তারই জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধন। এর থেকে পরিত্রাণ ভগবৎ-নিবেদন।

তস্য হ এতস্য ব্রহ্মলোকস্য আরো হ্রদঃ মূহুর্তা যেষ্টিহাঃ
বিজরা নদী - ইল্যো বৃক্ষঃ সালজ্যং সংস্থানম্-অপরাজিতম আয়তনম।
ইন্দ্রঃ-প্রজাপতী দ্বারগোপীঃ।
তং ব্রহ্ম আহ-অভিধাবত মম যশসা
অয়ং বিজরাং নদীং প্রাপং ন বা অয়ং জরয়িষ্য অতীতি। (কৌ. উ. ১/৩)

যে মানব চেতন নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিশ্বাস করে সংহত হয়ে উঠবেন উপযুক্ত কিঞ্চিৎ ভালবাসায় ভগবানকে বরণ করে নিতে, তারই মনোচেতন হয়ে উঠবে অনুকূল। একটু ভালবাসা আর ভগবানের কাছে সমর্পণের উদ্যোগ ক্রমপর্যায়ে তার মধ্যে আত্যন্তিক ভক্তি সঞ্চার করে দেবে। এমন ভক্তি ফুটে উঠবে যার প্রভাব যা কিছু মহিমান্বিত বোধ নিজের জীবন মাঝে ক্রমান্বয়ে বিগলিত হয়ে যাবে। সাধকের জীবন মাঝে এই ক্ষণটি বন্ধন মুক্তির। অহং এর বন্ধন ছিন্ন করে এখন মানবিক চেতন চলবে এগিয়ে ব্রহ্মচেতন অভিমুখে। ভক্তির অদৃশ্য-অস্ফুট-প্রত্যক্ষে পরিবেশিত আহ্বানে ফুটে উঠবে চেতন পথে দেবযান।

তৎ যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধারে অবহিতঃ স্যাৎ
বিশ্বম্ভরঃ বিশ্বম্ভর কুলায়ে এবম এব এষঃ প্রাজ্ঞ আত্মা। (কৌ. উ. ৪/১৯)

অনন্ত চেতন ভগবান স্বয়ং। তিনিই চেতন প্রবাহ ও চেতন অভিযান নির্দ্দিষ্ট করে দেন। সাধনে এখন স্থিতির আসনে স্থিত হয়ে থেকেও গতিময় হয়ে উঠছেন। সাধন চেতনের এই গতিময় হয়ে ওঠা - চেতনার এগিয়ে চলা। মূলাধারে স্থিত চেতন সার এখন জীবন পথের মাঝে হয়ে উঠবে গতিময়। ভক্তির পরিবেশন আর প্রবাহ এখন ভগবৎ কৃপার রথে করবে আরোহিত। এটিই দেবযান। দেবযান চৈতন্যের রথ। এটি ব্রহ্মমার্গ ধরেই করবে উর্দ্ধ মুখে ঐ অনন্ত আকাশ মুখি হয়ে উঠবে। দেবযান সাধককে ব্রহ্মবৃত্ত চেতনের পরশ এনে লাভ করে বায়ু-আকাশ-আলোক প্রবাহে দেবেন ভরপুর করে তুলবেন পরিপূর্ণ। মানব চেতন এখন ব্রহ্মচেতন স্পর্শে ক্রমশঃ হয়ে উঠবে দেবলোকের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে অন্বীত। ভক্তির রথের এই কৃপাপরশ হয়ে ভগবানকেই অন্তরে বরণ করে নিয়ে চলবেন সাধক বিজয় পথে। এখন সাধক-ভক্ত ভগবানের সঙ্গে হয়েছেন যুক্ত। দেবযানে ব্রহ্মলাভ এখন।

—ঃঃ—

বিশ্বময় হবে ব্যাপ্ত সত্য চেতন

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোচেতনের বিকাশ ঃ মানব সভ্যতা ফুটে উঠেছে সময়ের ধাপে ধাপে নানা পর্বে এগিয়ে নিজস্ব চেতন বিচারে সত্যকে বরণ করে নিয়ে। নিজের বিচারে আর চেতনার উন্মেষে যে সত্য চয়ন হয়েছে তার সামগ্রিক ভাবনায় সমাজ বিস্তার হয়েছে। বহু মানুষের নিজ নিজ রুচি আর চেতনার পরশ ক্রম বিকাশ পর্বে হয়ে ওঠে জীবনের আশ্রয়। যে সত্যচয়ন হয়েছে একটি জীবন মাঝে তারই সঙ্গে হয়েছে সংযোগ আরও বহু জীবন সংস্থানের মধ্যে ব্যাপ্ত চেতন সঙ্গা। চেতনার এই জাগরণ পর্ব হয়ে উঠতে হয় তৎপর জীবনের সব পথ চলার মধ্যে নবীন আবাহন নিয়ে আসবার জন্য অথবা তারই সংযোগের ফলশ্রুতি হয়ে দ্বিতীয় কোন অন্তরায়কেও ভেদ করে জীবনের আলো এগিয়ে চলবে স্বতঃ বিকাশের এই পর্বে। এমন করেই এক একটি জীবনের মাঝে ফুটে ওঠা সত্যময় প্রভা হয়ে উঠবে জীবনের একান্ত বিকাশী। ব্যক্তির জীবন মাঝে হয়েছে যে জীবনময় ভাস্বর জগৎ সত্য এখন দিব্য ভাবস্পন্দন হয়ে উঠবে স্বতঃ বিকাশের এই পর্বের দৃপ্ত সত্য চেতন। এই সত্যচেতন হয়ে উঠবে ক্রম বিকাশী স্বতঃ বিকাশের এই পর্বের মাঝে হবে পূর্ণ সত্যের জাগরণ এখনই হবে জগৎ বিস্তৃত।

Traditional quantum theory deals with quantum particles like an atom of matter or a photon of light. These are independent objects within space-time, though they can be considered collectively by using quantum field throry, the mechanism quantum mechanics asses to deal with a complex system with many particles involved. In loop quantum gravity, space and time are quantized, broken into digital units as we have already bseen in some of the less well-supported theories. Space becames a construct of spatial atoms, net physical objects in their own rights but the logical components of space.

These atoms of space have properties that act as if they were a loop of one-dimensional material this is why the theory is called loop quantum gravity. Just like matter atoms, atoms of space can be excited by having extra energy added to them. Matter atoms are typically excited either by heating or when they absorb the energy of a photon. Unlike matter, spacial atoms grow as a result of their excitation, and can split rather like biological cells, resulting in space that expands like rapidly dividing embryo.

(Brian Clegg, Gravity, How the weakest force in the Universe Shaped our lives, St. Martin's Press, New York, 2012, p. 200.)

মনচেতন হয়ে রয়েছে জড় আবর্তের আগ্রাসনের দ্বারা আবৃত। এমন করেই হয়ে রয়েছে জীবনের নবীন চেতনের নিত্য সংবেদ স্বতঃই জীবন মাঝে সদা বিকাশী। এমন ভাবেই হয়ে চলবে জীবনের জড় বিজয় সদাই মনের অভ্যন্তরের জড় পরিচয়কে করে একান্তভাবে বরণ-নবীন প্রয়াসে হয়ে জীবনের নবীন আশ্রয়। এখন জড় মনের সীমা পেরিয়ে হয়ে উঠবে মনের মাঝে চৈতন্যের বিকাশ। এমন করেই জড়াশ্রয়ী মনের সীমা পেরিয়ে হয়ে উঠবে সত্য বিকাশ মনের মাঝে। মনের মাঝে এখন হয়ে ওঠবে জীবনের নিত্য স্থিতি সত্যবোধের উপর হয়ে প্রতিষ্ঠিত। জগতের চাওয়া-পাওয়া, হিসেব-নিকেষের সীমা করে অতিক্রম ব্রহ্ম সত্য এখন জীবনের মাঝে হয়ে উঠবে ক্রমশঃই বিকশিত, পূর্ণ সত্যের অভিমুখে।

যঃ মনসি তিষ্ঠন্ মনসঃ অন্তরঃ
যঃ মনঃ ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং।
যঃ মনঃ অন্তরঃ যময়তি এষ তে আত্মা অন্তর্যামি অমৃতঃ। (বৃ.উ. ৩/৭/২০)

মনের মাঝে করেছ সদাই অবস্থান সর্ব অবস্থায় সর্বক্ষেত্র মাঝে।
হয়েছ সর্বদাই মনের মণিকোঠার একান্ত বরণীয় নিত্য স্পন্দনের সদা প্রয়াসী।
মনের মাঝে এই পূর্ণ সত্যের সংস্থান এখন মন চেতনেরই হয়ে রয়েছে অচেনা।
যে সত্যচেতন মনের মনিকোঠায় হয়েছে স্থায়ী সংস্থান মনের জ্ঞানসীমা অতিক্রমী।
পরমাত্মার এই আত্ম-স্বরূপ হয়েছে মনের মাঝের চেতনদীপ্ত দিব্যমন, অমৃতময়।

মনের মাঝে সত্যে হবে যে চয়ন তারই হবে স্থায়ী অবস্থান। মনই-স্থল প্রকাশে জীবন মাঝে গড়ে দেয় বাইরের জগতের আর এই মহাবিশ্বের সঙ্গে অন্তরের জগতের যোগসূত্র। মন শরীরের কর্ম প্রয়াস আর জীবনের যা কিছু কর্মচিন্তা, কর্মাঙ্গের নানা

উদ্যোগ সবই হয়ে চলে জগতের বাস্তব বিকাশী। এই বাস্তবই মনের আশ্রয়ী। মনের মাঝে হয়েই থাকে এই বাস্তবের বিকাশ ক্ষেত্র। মনের গভীরে রয়েছে চৈতন্যের প্রভাব। চৈতন্যই মনের চালিকা। যেমন হবে চেতনের রূপ ও চরিত্র তেমনই হয়ে উঠবে মনের গতি ও প্রকৃতি। মনের এই বাহ্য প্রকৃতিই সাধারণ চরিত্র। মনের গভীরে গূঢ়ভাবে অন্তর মাঝে দিব্য চেতন বিরাজিত, বাহ্য মনের এটি জানা নেই।

দৈবী বার্তা ঃ তস্য বয়ং সুমতে যজ্ঞিয়মতা।
অপি ভত্রে সৌমনসে স্যাম।
সঃ সুত্রামা স্ববান ইন্দ্রঃ।
অস্মে আরাচিদ্ দ্বেষঃ। সনুতঃ হায়াযুঃ। (ঋ. বে. ১০/১৩১/৭)
দেবতার বার্তা এখন এসেছ নিত্যদিনের কর্মে।
এখন দেবতার আশীর্বাদ স্বতঃই হয়ে উঠবে নিত্যদিনে জ্ঞাত।
যখনই হয়েছে দেবতার জন্য এখন অন্য ভাব বিকাশ পর্বে।
দেবতার এই পূর্ণ আশীর্বাদে হবে মূর্ত জীবনের দিব্য সম্পদ।
দৈবী সুরক্ষার কবচ এখনও এসেছে জীবনের নিত্য সঞ্চালনে।
হোক ঐ একান্ত আবেশ নিত্য সনাতনের পথ পর্বে।
যা কিছু হয়েছে জীবনের নিত্য পথে এগিয়ে চলার আহ্বান।
এখন তারই হবে নিত্য বিকাশের অনন্ত পর্বের অঙ্গীকার।

দৈবী ভাববিকাশ ঃ ইজানম ইদং দ্যৌ গুর্তাবসুঃ।
ইজানং ভূমি অভি প্রভুষনি।
ইজানং দৈবী অশ্বিনাব অতিঃ।
সুম্নে অস্বর্ধতাম। (ঋ. বে. ১০/১৩২/১)
দৈবী ভাববিকাশ হয়ে উঠবে জীবনের নিত্য আশ্রয়।
এখনই হয়ে উঠবে জীবন মাঝে একান্ত বিকাশ পর্বে।
দেবতার নানা রূপের এখন নিত্য বিকাশ এই জীবনে
এই বিশ্বমাঝে হয়েছে যে একান্ত প্রকাশ তারই উন্মোচনে।
দেবতার এই বিকাশ পর্ব হয়েছে পূর্ণ মাধূর্য ভাবে জীবনে।
যে প্রভায় জীবন হয়েছে নিত্য প্রকাশের আগ্রহের সীমান্তে।
এখনই হবে নিত্য স্বরূপের বিকাশ জীবন সাধনে একান্তে।
দেবতার নিত্য আবাস হয়েছে জীবনের গভীরে হয়ে সদা প্রকাশী।

বিশ্বমাঝে ভাগবতী বার্তা ঃ তা বাং মিত্রঃ বরুণঃ ধারযৎ অশ্বিনী।
সুপ্তম ইষিত আত্মতা যজামসি।
যুবঃ ক্রীনায়ঃ সখ্যেঃ অভিষ্যাম বৃক্ষসঃ। (ঋ. বে. ১০/১৩২/২)
এই বিশ্বমাঝে হয়েছে মূর্ত সব প্রকাশের দ্যোতনা।
তোমারই পূজায় হয়েছি নিবেদিত নিত্য ছন্দের আকর্ষণে।
এখন এসেছে প্রভাব জীবন মাঝে দেবতার বিকাশে।
যে ভাব প্রবাহ চলেছে এগিয়ে জীবনের নিত্য উন্মেষে।
এখনই হয়েছে নিত্য ভাব প্রদীপ শিখাময় জীবনের ছন্দে।
হোক ঐ আলোক শিখার নিত্য ভাব প্রকাশ একান্ত জীবনে।
তোমারই জয়গাথা হয়েছে জীবনের মূর্ত বিকাশ একান্তে।
জীবনের সুরক্ষা বিকাশে হোক একান্ত ভাবদীপ্ত আগ্রহ।

দৈবী ভাবদীপ্তি ঃ অধা চিত্তঃ যৎ এধি এষামহে।
বামভিঃ প্রিয়ং রেকনঃ পত্যমানাঃ।
দদ্বানঃ বা যৎ পুষ্যতিঃ রেকনঃ সং।
উম্ আরন নকিরস্য মধাহি। (ঋ. বে. ১০/১৩২/৩)
জীবনের বেড়ে ওঠা এগিয়ে চলার পথে পেয়েছি তোমায়।
তোমারই কৃপার সংগ্রহ এখন জীবনের নিত্য আবর্তে।
আলোর বিকাশ হয়ে উঠবে এখন সব বাধা পেরিয়ে।
যে পথ মাঝে হয়েছে নবীন ছন্দের আয়োজন স্বতঃই।
মেঘের আবরণ এখন যাবে সরে করতে আলোক প্রকাশ।
এখন তারই নিত্য বিকাশ ঐ অনন্ত ভাবপর্ব পেরিয়ে।
হোক জীবন সকাশে উন্মোচন এখন বিশ্ব বিকাশ পর্বে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ঃ জগৎ মাঝে মানবের বিচার, যুক্তি, বুদ্ধি প্রয়োগ আর কর্মাদির প্রকরণ হয়ে চলে এই বাহ্য মনের দ্বারাই। বাহ্য মনই সাধারণ বিচারে মানব মন। মানবের প্রতিদিনের এগিয়ে চলা এই কর্মের জগতে হয়ে ওঠে জ্ঞান সঞ্চারী। প্রতিটি চিন্তার কণা জ্ঞান সঞ্চার করে দেয়। প্রতিটি কর্মের সূত্রপাত হয় বাহ্য মনের প্রকাশ মার্গে কিন্তু তার বিকাশ ধারা হয়ে ওঠে নিত্য পথের এক একটি পর্বের অভিযানে। এই পর্বগুলি জীবনের জন্য প্রাণবিকাশ ও জ্ঞানবিকাশ পর্বের সূচনা করে দিতে পারে। মনের তত্ত্বাবধানে, মনের উদ্যোগে ও মনের শক্তিতে বিকশিত হয়ে এক একটি ক্ষণমাঝে প্রেরণার শক্তি, বিশ্বাসের শক্তি, ভালবাসার শক্তি বা ভক্তির শক্তি সমন্বিত হয়ে অথবা একাঙ্গী অবস্থায় জীবনের জীবন শিখার শক্তি সঞ্চার করে দিতে চায়। একই তত্ত্ব প্রকাশের পথ ধরে অধ্যাত্ম সরণী হয়ে জগৎ ক্রিয়া করে। অধ্যাত্ম সরণিতে প্রতিটি জীবন বেড়ে ওঠে দক্ষতায়, সততায়, শক্তিতে, সৃজনী সামর্থে, প্রকৃতির স্পর্শ যেন প্রতিটি কর্ম ও কর্ম প্রেরণার ও কর্মচেতনাকে বরণ করে নেবে। নতুন মনটি জীবনকে নবীন বিকাশের মার্গে উপস্থাপন করে জীবনের জন্য এক নিবিড় সত্য উন্মোচন করবে। সমগ্র জীবনটি ভাগবতী চেতনের দ্বারা হতে পারে এমন করে মনের চেতন অনুমাত্রায় হয়ে উঠবে জীবনের এগিয়ে যাবার আকর্ষণ।

When atomic structure was first discovered, an electron in an atom was portrayed like a planet whizzing around the Sun. But being a quantum particle, position of an electron is uncertain and it is much better to imagine it as a fuzzy cloud of probabitty; Similarly the loops in the loop quantum gravity and the fabric of space they form are not clear, well positioned links like a chain marl, but fuzzy probabilstic entities, constantly on the move.

Although the first attempts at loop quantum gravity concentrated on space, it clearly needed to handle space time. As different loops are added, removed, and interact in a quantum fashions so too, does time when seen through the loop quantum gravity perspective. Just a there is no space in between the loops, there is no time between the steps of changes to loops. Time does not flow steadily but progress in fixed increments.

(Brian Clegg, Gravity, How the Weakest Force in the Universe Shaped our lives, St. Martin's Press. New York, 2012, p. 202.)

বিজ্ঞানের পটভূমিটি দাঁড়িয়ে রয়েছে পরিবর্তনশীল অবস্থায়। আজ যে অবস্থায়। আজ বিশেষ অবস্থায় রয়েছে বিজ্ঞানের ভাবনা ও সিদ্ধান্ত, কালই হয়ে যাবে তার পরিবর্তন। যখন পরমাণুবিদ্যার প্রথম সঞ্চার হয়েছে তখনই এই বোধ সঞ্চার হয় ও ব্যাপ্ত হয় যে অণুর মধ্যেকার এক-একটি পরমাণুর অভ্যন্তরে নানা ধরনের প্রাথমিক কণার বিস্তারকে দেখা হয়েছে আর এই বোধ হয়েছে যে পরমাণুর মধ্যে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট অবস্থান পদ্ধতি। পরমাণুর জগৎটির বিস্তার দেখান হয়েছে মহাবিশ্বে মহাকাশের বিস্তারের সঙ্গে। এখানে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন রয়েছে। কেন্দ্রীনের মধ্যে নিউট্রন ও প্রোটন যুগপৎ থাকে। নিউট্রন ও প্রোটন এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে একে অন্যের সঙ্গে যেন জড়াজড়ি করে থাকে। একে অপরের সঙ্গে জড়াজড়ির অর্থ হল একএকটি কণা অন্য কণিকার জন্য নিজের অবস্থান পরিবর্তন করবার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যেকার যে সঞ্চিত শক্তি রয়েছে সেই শক্তির রূপবদল ঘটে। একটির যে শক্তিমাত্রা রয়েছে তারই বদল হয় অন্যটির সঙ্গে আর সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণ শক্তি হয় বাইরে নির্গত। তেমন করেই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করেই চারদিকে ঘুর্ণায়মান হয়ে থাকে ইলেকট্রন। পদার্থের গুণাগুণ বিচারে ইলেকট্রনের সংখ্যাও নানা হয়ে

থাকে। এক একটি স্তরে নির্দিষ্ট মাত্রার ও সংখ্যার ইলেকট্রন বিরাজ করে। একটি স্তরের ইলেকট্রন এক একটি শক্তিস্তরকে সূচিত করে। ইলেকট্রনের যে ঘুরবার স্তর রয়েছে তারই রয়েছে মহাকাশের মহাবিশ্বের গ্রহ নক্ষত্রাদি যেমন সূর্যমণ্ডলে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে নানা স্তরে, এক একটি স্তরের মধ্যে রয়েছে এক একটি নির্দিষ্ট শক্তিস্তর।

কোয়ন্টাম তত্ত্বের প্রয়োগের নানা পরীক্ষায় দেখা দেয় যে ইলেকট্রনগুলি যেমন করে নির্দিষ্ট পরিধিতে ছিল ঘুর্ণায়মান তার মধ্যে ঘটে গিয়েছে বাস্তবত রূপান্তর। এই বাস্তবত রূপান্তরে ইলেকট্রনের যে কোয়ান্টাম স্তরে সেটি একটি পরিধির মধ্যে সীমিত না থেকে বিভিন্ন হয়ে যায়। একে বলা হয় র‍্যানডম্‌নেস। অর্থাৎ, পরিবর্তনীয়। সদা পরিবর্তনীয় এই শক্তিস্তর প্রতিটি পরমাণুর জন্য স্বতন্ত্র হয়ে যায়।

এমন করেই অধ্যাত্ম রাজ্যে চেতনার জাগরণটি হয় এক এক জনেরই জন্য। চেতনার জাগরণটি ঘটে ব্যক্তির ক্ষেত্রে। যার যেমন চেতনার স্তর তার মধ্যে জাগরণটি হয় তেমন করেই।

বিশ্ব পরিবেশে দৈবী পরশ ঃ ত্বং বিশ্বেষাং বরুনানি রাজা।
অসৌ অন্যো অসুরঃ সুযত দ্যৌঃ।
মুর্ধা রথস্য চাকন্।
ন এতাবৎ এনম অন্তক ধ্রুক্। (ঋ. বে. ১০/১৩২/৪)
এই পার্থিব পরিবেশেই এসেছ দেবতার দিব্য পরশ।
দেবশক্তির চয়ন হয়েছে যেমন এসেছে তেমন প্রেরণা মানব কর্মপথে।
হয়েছে যদি সূর্যদেবের কৃপাময় আলোর বিকাশ
তেমনে হয়ে চলবে জীবন মাঝে মহাজীবনের সংযোগ।
ঐ অনন্ত সম্ভাবনার বিকাশ সূত্র এখন জীবনে ব্যাপ্ত
দৈবী ভাবনার বিকাশ ক্ষেত্র হবে এখন সাধন মার্গে মুক্ত।
জীবনের এই শক্তি সঞ্চালন পর্ব হোক অবারিতে উন্মুক্ত
দৈবী জীবনের এই সূচনা পর্ব এখন মনের দিব্য রূপান্তরে রত।

মানবের এই দিব্য প্রকৃতির ব্যাপ্তি ঃ অস্মিন্ সু এতত শকপুৎ এনৌ।
হি তে মিত্রে নিপতান্ হন্তি কীরান্।
অবৌঃ বা যৎ বাত তনুষু অবঃ।
প্রিয়াসু যজ্ঞিয়াসু অর্বাঃ। (ঋ. বে. ১০/১৩২/৫)
মানবের একান্ত নিবেদনের এই পর্বে হয়েছে সক্রিয়।
নিত্য বিকাশের পর্ব হয়েছে নিতান্ত প্রয়াসের পর্বে।
এখন এসেছে নিত্য নিবেদনের এই পথ পর্বের প্রয়াস।
ঐ নিত্য নিবেদন দেবতার জগৎ বিকাশ পর্বে হয়েছে যুক্ত।
এখন হয়েছে উন্মোচন দেবপ্রজ্ঞার পথের প্রকাশ স্বতঃই।
ঐ অনন্ত পথের অনুবর্তন এখন হয়েছে নিত্য প্রবাহী।
একান্ত নিবেদনের পর্ব হয়েছে নিত্য উন্মোচনে স্বতন্ত্র।
দেবতার এই দেববিকাশ হোক জীবনের স্বতঃ উন্মোচনী।

দেবমাতার এই অপরূপ চেতনপর্বে ঃ যুবঃ এর্হিঃ মাতা অদিতিঃ বিচেতসা দ্যৌঃ।
ন ভুমিঃ পয়সা পুপুতনি।
অব প্রিয়া দিদিষ্টনঃ।
সুরঃ নিষিক্তঃ রশ্মিভিঃ। (ঋ. বে. ১০/১৩২/৬)
মাতা অদিতির জীবন প্রভায় হয়েছে প্রাণক্ষেত্র আলোকময়।
এখন মনের প্রসারতা এসেছে জীবনের সব অধ্যায়ের উন্মোচন।
ঐ অনন্ত বিকাশ পর্ব হোক সদা উন্মোচিত জীবন পথে।

এখন বিশুদ্ধ চেতন হয়েছে জীবনের আশ্রয় জগৎ পর্বে।
দেবতার নানা স্পর্শ এসেছে জীবনের বহু অধ্যায়ে।
এখন আসুক একান্ত বিকাশের পর্ব মাঝে অনন্তের আহ্বান।
ঐ সাধক চেতন মার্গ হোক একান্ত বিশ্বাসের অগ্নিময়
মহাসূর্যের এই জগৎ বিকাশ পর্ব করুক উন্মোচন অনন্ত মার্গ।

জগতের নবীন বিকাশের ক্ষণে ঃ

যুবং হি অপ্ররাজঃ অবসীদতঃ।
তিষ্ঠৎ অথং ন ধৃষদং বনর্ষদম্।
তা নঃ কণুকয়ন্তীঃ নৃমেধসে তন্বেঃ।
অহম সুমেধসঃ অত্রে অহসঃ। (ঋ. বে. ১০/১৩২/৭)

জগতের নবীন বিকাশ পর্বের জন্য হবে একান্ত প্রয়াস।
এখন নিত্য বিকাশের এই ক্ষণপর্ব হয়েছে জগৎ বিকাশ সূত্র।
এই নিত্য সত্যের আকর প্রবাহ হোক উন্মোচন জগতে।
দেবতার স্পর্শ এসেছে জীবনের পর্বে পর্বে একান্তে।
মানবের মন এখন হবে বিকশিত জীবনের অনন্ত প্রবাহে।
দেব স্পর্শের এই ক্ষণ এখন দেব সংযোগে তৎপর জগতে।
দৈবী মনের গড়ে ওঠার সময় এখন হবে জীবন বিকাশী।
স্বতঃই হয়েছে শ্রবণ নিত্য আবাহন জীবন মাঝে হয়ে মূর্ত।

ভাগবতী করুণায় ঃ সবারই সাধন জীবন একটি পটভূমিতে হয় স্থিত। প্রতিজনের জীবনের পটভূমি রয়েছে দু'রকমের। একটি পটভূমি তার নিজেরই চারপাশের মানুষজন-সমাজ-জগৎ সবকিছু মিলে রয়েছে ব্যক্তিগত পরিবেশের বাইরের অংশ। আবার সবকিছু মিলে অভ্যন্তরের প্রভাব কাজ করে অভ্যন্তরের প্রভাব হল সবকিছুর মধ্যেকার জড় সম্পর্ক ও বিক্ষেপের হয়েছে যা কিছু চেতন স্পন্দন। এখান থেকে তৈরী হয় চেতনার স্পন্দন। চেতনার স্পন্দন প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র, একান্ত ব্যক্তিগত। এখানে ব্যক্তিগত স্পন্দনের ভাবটি গড়ে ওঠে ব্যক্তি জীবনের যা কিছু গড়ে ওঠা, মনের-প্রাণের-হৃদয়ের অভিব্যক্তি ও চরিত্র বিন্যাস এসবের উপর। এটি ব্যক্তির স্বাতন্ত্রের নিরীখেই হয় নির্দিষ্ট। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র তার সবকিছু যেমন চরিত্র, মনের বিকাশ, উত্তরাধিকার, পরিবেশ, বিশেষ ও সাধারণ পরিস্থিতি এই সবই মিলে ব্যক্তির মনের বিকাশ ও মনের চরিত্র স্থির করে। এমন করে মনের চরিত্র স্থির করে। এমন করে মনের চরিত্র নিরূপণ হয় তারই ফলে তার নিজস্ব এক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তার জীবন চলার পথ যেমন স্থির করে দেয় তেমনিই হয়ে ওঠে তার সাধন চরিত্রের গড়ন। সাধন চরিত্র বিভিন্ন জনের জন্য হয় বিভিন্ন। ব্যক্তির জ্ঞান অঙ্গাদির সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে সাধন চরিত্র ও তার সাধন পথ। সাধন পথের নির্বাচন, অধ্যাত্ম বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাধন তত্ত্ব ও পথপ্রদর্শক বিন্যাস সাধকের জীবনে এমন করেই সাধারণভাবে গড়ে ওঠে। ভাগবতী করুণার স্পর্শ এলে সবই হয়ে যায় অন্যরকম।

In 1918, Einstein produced solutions of his general relativity equations that predicted that a mass that undergoes oscillations should similarly produce gravitational waves-subtle variations in the gravitational field that propagate away from the source just as radio waves radiate from a transmitter. According to the equations, these ripples in space-time should travel at the speed of light.

This makes sense. Take a pair of stars orbiting each other. As we have seen, such bissaries are very common. As the stars move around, the joint gravitational pull felt at any particular point will keep changing, thanks to the altering positions of the two bodies. The warping at nearby space will be quivering with the movements of the stars. There quires should propagate through space-time as waves. If the waves arrived at a distant point instantly then we would receive information about the stars of faster than the speed of light-yet according to special relativity, information can not travel beyond the light speed barrier.

This means that in the event that the Sun suddenly disappeared not only would it take eight minutes before we no longer saw it, but also the Earth would continue to orbit the non existent Sun for eight

minutes until the gravitational information arrived.

(Brian Clegg, Gravity, How the Weakest Force in the Universe Shaped our lives, St. Martin's Press. New York, 2012, p. 224.)

জড় শক্তির উৎস জড় উপাদান। বস্তুর মধ্যেকার কণাসমূহের সমন্বয়ে হয়ে রয়েছে বস্তু শক্তির উৎস। আইনস্টাইন বস্তু ও শক্তির মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ণয় করে দেখেছেন বস্তুর মধ্যে অনন্ত শক্তির অংশ রয়েছে। $E=MC^2$ হয়ে রয়েছে শক্তির পরিমাপ। E হল সেই শক্তিরই পরিমাণ। আর এরই নিরুপণ হয়েছে বস্তুর মধ্যে যে ভর অর্থাৎ জড় কণাসমূহ রয়েছে তাদের মধ্যে শক্তির পরিমাপ C-অর্থাৎ আলোর গতির স্কোয়ার অর্থাৎ দু' বারের সম পরিমাণ গতির পরিমাণ গুণমাত্রায় অঙ্কের হিসাবে হয়ে থাকে। এমন করেই বস্তুর মধ্যেকার সম্ভাবনারূপে রয়েছে যে শক্তি তারই উন্মেষ ঘটতে পারে সেই ক্ষণে যখন হয় তার মধ্যে বিকাশের ক্ষণ। বস্তুর শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠাটি ঘটে বস্তুর অস্তিত্ব নাশে। বস্তুর বস্তু চরিত্রের বিন্যাস হয়েছে অন্তর্নিহিত শক্তির সমন্বয়ে। আবার এই একই বস্তুর যখন ঘটে অস্তিত্ব বিনাশ, যেমন করে এর বিনাশক্ষণ হয় তেমনিই হয়ে যায় তার মধ্যেকার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ। অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের পরিণতি দেখা যায় অ্যাটম বোমার বাহ্য প্রকাশ। অ্যাটম বোমার বিধ্বংসি শক্তির সম্ভাবনা ছিল ইউরেনিয়ামের মধ্যেই। এর বিধ্বংসি ক্ষমতার প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে বোমার বিস্ফোরণের ক্ষণেই ফুটে ওঠে পৃথিবীর বুকে ব্যাপক ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবার শক্তির খবর এর পূর্বে ছিল শুধু অনুমানে অথবা তত্ত্বত জানার মধ্যে।

অধ্যাত্মের জগতের সঙ্গে রয়েছে এই তত্ত্ব পরিচয়ের বিপুল সাযুজ্য। এমনই এই সাযুজ্য যে সম্ভাবনার স্তরেই রয়েছে শক্তির সম্ভার। সাধক যখন ভাগবতী সাধন পথে এগিয়ে চলেন তখন তার মধ্যে চেতন শক্তি ক্রমশঃ ফুটে উঠতে থাকে। চেতন শক্তির বিকাশ যতই ঘটবে ততই তার দৃষ্টি-বাক-ধ্যান-সমগ্র চেতন ফুটে উঠবে। সাধকের সাধন শক্তির এই বিকাশ হয়ে উঠবে ভাগবতী বিকাশের মধ্যে। ভাগবতী বিকাশের এই পথে হয়ে রয়েছে নিশ্চিত সব সম্ভাবনা। ভগবানের অনুভব-উপলব্ধির শক্তি এখন জাগ্রত হয়ে ওঠে, জেগে উঠবে প্রসারিত চেতন সামর্থ্য।

সত্যময় জীবনপথ ঃ

প্রো এবস্মৈ পুরঃ রথম্।
ইন্দ্রায় শুষম অচর্তঃ।
অভীকে চিৎ উ লোককৃৎ সংগে সমস্তু।
বৃত্রহা অস্মাকং এবাধি চ উদিতা। (ঋ. বে. ১০/১৩৩/১)

এই সত্যময় জীবন পথ মাঝে এসেছে দেবস্পর্শ।
ভাগবতী ভাবময় এই পরিবেশ হয়ে উঠেছে চিন্ময়।
যা কিছু সুপ্ত রয়েছে হয়েছে সে সব বাঙ্ময় জীবন মাঝে।
এই ক্ষুদ্র জীবন আবর্তের মধ্যে হয়েছে উন্মোচন মহৎ।
মহাবিশ্বে হয়ে থাকা ব্যাপ্ত চেতন এখন হবে স্বতঃই ভাস্বর।
দৈবী সম্পদ এখন হবে মূর্ত জীবনের এই সাধন পর্বে।
যে ভাবসম্পদ রয়েছে জীবন মাঝে মূর্ত তারই এখন ব্যাপ্তি।
এই বিশ্বপথের সদাবিকাশ পর্ব করবে উন্মোচন নিত্য ভাবে।

অনন্ত ব্যাপ্ত চেতন প্রবাহেঃ

নমন্তাম অন্য একেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু।
ত্বং সিন্ধুন অবাসৃজো অধরাচৌ অহন্নহিম্।
অশত্রুঃ ইন্দ্র যজ্ঞিষে বিশ্বং পুষ্যাসি বায়ং।
তং ত্বা পরি এবজম আহ। নভন্তাম অন্যেক এষাংজ্যাকা। (ঋ. রবে. ১০/১৩৩/২)

অনন্ত ঐ বারি প্রবাহ হয়ে চলবে চেতন মাত্রায় জীবনে।
এখনই এসেছে জীবন সকাশে সদা প্রসন্নতার সংবেদ।
ব্রহ্ম সংবেদে হয়েছে ভরপুর জীবনের এই প্রসারতার পর্ব।
ঐ মহাবিশ্বে ব্যাপ্ত চেতন হয়েছে যুক্ত জীবনের মাঝে এখন।
দেবতার উদার দানের এই ক্ষণ মাঝে হোক জীবনের উদার মুক্তি
সৃষ্টির পথ মাঝে হয়েছে জীবনের অন্বয় নিত্য প্রত্যয়ের গভীরে।

এখন আসুক জগৎ পথের পার্থিব সত্যের দৃপ্ত উন্মোচন পর্বে।
যে ভাব প্রদীপ এসেছে জীবনের এই উষালগ্নে হোক তার মুক্তি।

বিশ্বময় সদাব্যাপ্ত সত্য চেতন ঃ

বি যু বিশ্বা অরাতয়ো অর্যা।
নশন্ত নো ধিয়ঃ। অন্তাসি শত্রুবে বধং।
যঃ ন ইন্দ্র জিঘাংসতি। যঃ তে রাতিৎ দধিবসু।
নভন্তাম অন্য কেষাং জ্যাকা অন্বিধন্বসু। (ঋ. বে. ১০/১৩৩/৩)

হয়েছে জীবনের যাত্রাপথ মহাস্ফীত স্বতঃই।
অদিব্যের ভাবনার স্পর্শ অস্তাসি শত্রবে বধং।
এখন তারই ক্ষণ রূপান্তরের হয়ে অভীপ্সু মুক্তি পথের।
বন্ধনের সব রশি হয়ে যাবে শিথিল ভাগবতী ভাবে।
এখনই হবে নিত্য ভাব স্পন্দনের দিব্য প্রবাহ হয়ে মূর্ত।
দেবতার স্পন্দন করুক প্রবেশে জীবন মাঝে এখন।
হোক এই নিত্য প্রসারের স্বতঃ বিকাশ নিত্য ভাবে।
এখন হোক স্বতঃ প্রসারতার নিত্য ভাবস্পন্দন একান্তভাবে।

যেমনেই হয়েছে চেতন উন্মোচনে ঃ

যঃ নঃ ইন্দ্রঃ ভাবিতঃ জনৌ বৃজায়ুঃ আদিদেশতি।
অধস্যদং তম্ ইম কৃধিঃ।
বিবাধৌ অসি সামহিঃ নভন্তাম্।
অন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসুঃ। (ঋ. বে. ১০/১৩৩/৪)

ঐ অনন্য চেতনের এই সংবেদে হয়েছে নিত্য ভাবদীপ্তি।
অনন্ত ভাবদীপ্তির হোক প্রসারণ জীবন পথের মাঝে।
যা কিছু হয়েছে জীবনের মাঝে সদা প্রসন্নভাবে হবে তার বিজয়।
এমনই ভাব বিকাশ হয়েছে নিত্য ভাবস্পন্দনের প্রভায়।
এখনই এসেছে সদা প্রসন্নতায় নিত্য জাগরণের প্রস্তুতিতে।
জীবনের এই ভাববিকাশ হোক সদাই বিকশিত স্পন্দনে।
জীবন মাঝে যে ভাবস্পন্দন হয়েছে মূর্ত এখন বিকশিত।
যে ভাবস্পন্দন হয়েছে জীবনের অনন্যতায় তারই স্ফূর্তি।

ভাগবতী পথে ঃ অনুভব-উপলব্ধি যতই বাড়তে থাকে, যতই হতে থাকে গভীর, ততই হয়ে উঠবে সাধকের জীবন মাঝে সত্যের বোধ। চেতনার সাধারণ স্তরে, যখন মূলাধারে চেতন শক্তি হয়েছিল সংহত তার বিকাশ সম্ভাবনা বহু বিচিত্র। চেতনার ভাগবতী বিকাশ যদি ঘটে যায় তবে সেই চেতন তার অন্তর্নিহিত মৌল তত্ত্বকে গড়ে দেবে তার জীবনের ভাবরূপের জীবন যেমন আঙ্গিকে হয়ে উঠবে বিকশিত তেমনই হবে তার মধ্যেকার নির্দিষ্ট ভাব সঞ্চার পর্ব। এই ভাবসঞ্চার পর্ব হয়ে ওঠে এরই পরিণতির দিকে এগিয়ে হবে বিকশিত ও ব্যাপ্ত। এই বিকাশ ও ব্যাপ্তি মানবিক জড় উপাদান নির্ভর হয়েই এগিয়ে চলে। জীবনের এই ক্ষণটি জড় শক্তির বিকাশ ক্ষণ। জড় শক্তির এই বিকাশ রজোগুণে সমৃদ্ধ হয়ে এগিয়ে যায় যদি তবে এরই বিকাশের আত্যন্তিক ভাবসম্ভার জড় শক্তির গতিময় জীবন পথ হয়ে উঠবে প্রাপ্ত। এমন করেই এই গতিময় পথ হতে পারবে প্রাপ্ত যার মধ্যে সত্যময় হয়ে সত্ত্বগুণান্বিত পথ অবলম্বন করে এগিয়ে যাবার আহ্বান ফুটে উঠতে পারবে; অথবা বিপরীত প্রান্তের চেতনার আকর্ষণে হয়ে উঠতে পারে তামসীক ভাবগ্রস্থ। এই তমোগুণের প্রভাব জীবনে যখন কাজ করবে জীবনের সত্যবোধ যেন অন্ধকারে ঢেকে যাবে। তম প্রভাব জীবনকে অসত্যের অন্ধকারে, আলস্যমণ্ডিত চিন্তা ও অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মরাজির মধ্যে যেন এগিয়ে দেবে এমন ভাবই জীবনের জড় ক্ষুধা, জৈব ক্ষুধা, বিষয়বাসনা জাগিয়ে তোলে। ক্রমে অনন্ত অন্ধকারের রাজ্যে প্রাণকে টেনে নিয়ে যায়। এমন করেই বন্ধনে আবদ্ধ জীবনের মুক্তি অনায়াস সম্ভব ভগবৎ কৃপার আশ্রয়েই একমাত্র। ভগবান স্মরণ-মনন একদিকে আর ভালবাসায় বরণ করতে হয়।

Quantum theory originally emerged from the realisation that the electrons surrounding an atom could not exist with any old energy. Rather than haveing a continuous range of possible values, there were specific energy levels (called orbits) within which the electrons were constrained. If they gained or lost energy, rather than smothly shifting from one level to another, the electrons made a quantum leap, jumping from one level to another by abosorbing or emitting a photon, a quantum particle of light energy.

In the quantum gravity experiment, neutrons were used uncharged particles from the atomic nucleus that arenot influenced by the electromagnetic radiation, making sure it was gravity that was producing the effect. The neutrons were put in a chamber with a material at the bottom that would act as a mirror, so they would fall under the influence of gravity then bounce off the mirror surface. If gravity were not a quantum force, the neutrons should accelerate smoothly down the chamber. But instead they were discovered to jump from one light to another – exactly the some behaviour as electrons changing levels around an atom. All the evidence is that gravity is, indeed, quantized.

(Brian Clegg, Gravity, How the Weakest Force in the Universe Shaped our Lives, St. Martin's Press. New York, 2012, p. 218.)

কোয়ান্টাম গ্রাভিটি পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান এই প্রমাণ করতে পেরেছে যে পৃথিবীর আকর্ষণ যেন একটি কণার রূপ ধরে প্রতিটি বস্তু ও উপাদানের উপর ক্রিয়া করে। কোয়ান্টামের এই ক্রিয়া পদ্ধতিটি সব বস্তুর প্রতি সমান। অথচ এর প্রয়োগ অবস্থাকে বিচার করলে দেখা যাবে এটি কে একটি ক্ষেত্রে এক এক রকমভাবে বল নিক্ষেপ করে আকর্ষণ সূচনা করে। বলটির চরিত্র হল ক্ষীণবল বা উইকফোর্স। যদিও এই ক্ষীণবলই সামগ্রিকে এক বিপুল শক্তির প্রকাশ করে। প্রতটি বস্তুর মধ্যে যে বস্তু উপাদানগুলি রয়েছে তারই উপর নির্ভর করে এই পৃথিবীর আকর্ষণ কাজ করে।

একজন মানুষের সঙ্গে এই মহা বিশ্ব প্রকৃতির সম্পর্কের ধরণও এরকম। এক একটি ক্ষেত্রে ক্ষীণ বল যেমন তার মাত্রার মধ্যে থাকে বস্তুর পরিমাণ বিচারে তেমনি আবার প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। নিজের স্বাতন্ত্রের বীজ বহু অতীতে নিজেই বপন করেছে সে জন। জীবনের পথচলার চরিত্র এর জন্য বিশেষ। এই পথচলার মধ্য দিয়েই জীবন পথের চরিত্রভিত্তিক ব্যবহার ও জাগতিক প্রয়োগ ক্রমান্বয়ে হয়ে চলেছে। এই চরিত্র ও ব্যবহার রীতির বিশেষ পরিণতি হল জীবন পথের পথচলার বৈশিষ্ট। যেমন করে এই চরিত্র নিরূপণ হয়ে ঠবে তেমনি হবে তার জীবনের আদর্শ ও বৈশিষ্ঠ। দীর্ঘ পথ চলার মধ্যে যদি কখনও ভগবানের জন্য আকূতি তৈরী হয়ে থাকে, অর্থাৎ ভগবানের প্রতি বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-ভালবাসার কণা পরিমাণও যদি এসে থাকে মনের প্রাণের হৃদয়ের মাঝে তবে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হয়ে যাবে। এমন করেই হয়ে চলবে জীবনের পথচলা।

যিনি ভগবানকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চলতে চাইবেন, তিনি পারবেন। জীবনের মাঝে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ সূচিত হয় যদি অন্তরের গভীরে এমন আকর্ষণের সূত্র ও বীজশক্তি থেকে থাকে ইতিমধ্যে। যদি বা না থাকে তবেও সম্ভব। মনের মাঝেই ক্রিয়ার সূচনা। এই ক্রিয়াটি জীবন পর্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ভগবানের দিকে। একটু স্মরণ, একটু মনন, ক্রমে যদি ভালবাসা ও আকর্ষণ রচনা করে তবেই হবে। ভগবানের জন্য ভালবাসা ঠিক ঠিকভাবে সূচনা যদি হয় তবে ক্রমশঃই বাড়বে।

সত্ত্বপ্রকাশ ঃ

যঃ নঃ ইন্দ্রঃ অভীৎ আসতিঃ সনাভিঃ যক্ষঃ।
বিষ্টয়ঃ অব বস্য বলং তিরঃ
মহীব দৌরধ আত্মনা।
নভন্তাম অন্য একেবাং জ্যাকা অধি ধন্বসু। (ঋ. বে. ১০/১৩৩/৫)

হে দেবতা তোমারই এখন নিত্য প্রদীপ।
জগৎ মাঝে তোমারই এই প্রকাশ দীপ্তি হোক স্বতঃ।
যা কিছু রয়েছে প্রতিরোধ হোক সব দূর স্বতঃ প্রবাহে।
যে সত্য ভগবৎ ভাবপ্রবাহের মাঝে হয়েছে মূর্ত এখন।
ঐ দেবসত্যের সত্য প্রকাশ হোক নিত্য ভাবপথে উন্মোচন।
সত্ত্বপ্রকাশ হোক এখন জীবনের নিত্য ব্যাপ্ত উন্মোচন।
এখনই হোক ভাগবতী ভাবপ্রকাশ জীবন মাঝে মূর্ত।
ক্রম বিকাশের ভাবপথে হয়েছে ব্যাপ্ত চেতন স্বতঃই।

দিব্যানন্দ ঃ বয়ম ইন্দ্রঃ ত্বায়বঃ সখিঃ আত্বমা।
রভামথে ঋতস্য ন। পথা নয়।
অতি বিশ্বানি দুরিতা নভন্তম্।
অনেক এযাং জ্যাকা অধি ধত্বসূ। (ঋ. বে. ১০/১৩৩/৬)
ভগবৎ শক্তির আগ্রহ সঞ্চার হয়েছে এখন স্বতঃই।
নিত্য ভাবদীপ্তির এখন হোক উন্মোচন স্বতঃ প্রবাহে।
যা কিছু ছিল জীবনের নিত্য ভাবপ্রদীপ ছন্দ মাঝে।
হোক তারই দৃপ্ত প্রকাশ জীবন মাঝে একান্ত আবেশে।
বাধার বিপর্যয় করে অতিক্রম চলবে এগিয়ে জীবন মাঝে।
বিশ্বমাঝে হয়েছে যে নিত্য প্রকাশ এখন তারই নিত্য ক্ষণ।
ভাগবতী সত্য হয়েছে যতই মূর্ত এখন তারই ক্ষণ।
জীবনের নবীন কর্ম প্রয়াস হয়ে জীবন জয়ী চলবে এগিয়ে।

এখন দিব্য বার্তা ঃ অস্মভ্যং সু ত্বম্ ইন্দ্রং তা শিক্ষ।
যাঃ দোহতে প্রতি বরং জরিত্রে।
অচ্ছিদ্রা উধ্রীঃ পীপয় অদ্যথা।
নঃ সহস্র ধারা পয়সা মহী-সীঃ। (ঋ. বে. ১০/১৩৩/৭)
দেবতার দেওয়া দিব্য বার্তা করেছে জীবনের উত্তরণ।
এখনই হোক নিত্য ভাবপথের একান্ত উন্মোচন পর্বে।
ঐ ভাবদীপ্তি দিয়েছে প্রেরণা সাধনে পর্বে স্বতঃই।
এখনই এসেছে একান্ত প্রয়াসী সাধন পথের উন্মোচন।
দিয়েছ অফুরন্ত শক্তির ভাবধারা জীবন মাঝে।
তোমারই দিব্য বার্তা আসুক জীবন মাঝে উন্মোচনে।
যে পেয়েছে তোমার কৃপার পরশ গিয়েছে এগিয়ে।
এখন এসেছে নবীন মাত্রার উন্মোচন ক্ষণ তোমায় বরণে।

অনুভবের আনন্দ ঃ উভে যৎ ইন্দ্র রোদসী আপপ্রাণ।
উষা ইব। মহান্তং ত্বা মহীনাং।
সম্ভীভে চর্ষনীনাং। দৈবী জনিত্রী।
অজীজনন্ত ভদ্রা। জনিত্র জীজনৎ। (ঋ. বে. ১০/১৩৪/১)
দিব্য ভাব বার্তা এসেছে এখন উষার আলোক পথে।
তোমারই মহান ভাবদীপ্তি এসেছে জীবনের সঞ্চার মার্গে।
যে প্রবাহ ছিল জীবনের উন্মোচনে হোক তারই নিত্য প্রকাশ।
এখন একান্ত ভাবদীপ্তি আসুক জীবনের মুক্ত প্রবাহে।
হোক নিত্য পথের স্পর্শে দেবতার ভাবদীপ্তি জীবনের মাঝে।
যে প্রবাহ ছিল জগতের জড় প্রকাশ এখন হোক তার মুক্তি।
তোমার অনুভবের আনন্দ করুক স্পর্শ সাধন জীবনে।
আসুক ভাববার্তা অনন্ত প্রকাশের মূর্ত উন্মোচনে।

ভাগবতী ছন্দে ঃ সাধন পথে সাধকের চেতন সামর্থ তার নিজেরই শক্তি ও সম্ভাবনার উপর নির্ভর করতে পারে। অপরদিকে সাধকের সাধন মার্গটি যদি হয়. ভক্তি মিশ্রিত তবে ভক্তি ও নিবেদন সাধন শক্তির প্রবল সহায়ক হতে পারে। ভক্তি ও নিবেদনের পটভূমিতে সাধক নিজের উদ্যোগ, সবরকমের কর্মপ্রয়াস ও নিবেদন সংহত করে ভগবানের কাছে সাধন প্রণতি জানাবেন। সাধন

প্রণতি হল বিশ্বাসের পটভূমিতে গড়ে ওঠা সাধকের নিত্য ভাবসংবেদের মধ্যে ডুবে যাওয়া। শুধুমাত্র একটি অবস্থার ক্ষেত্রে নয়, সাধক তাঁর সাধনের সকল অবস্থায় ভগবানকে স্মরণে মননে বরণ করে আপন করে নেবেন। সাধক এখন যে মননের ভাবে হবেন নিমজ্জিত সেখানে ক্রমশঃই হয়ে উঠবে নিবিড় অনুধাবন আর নিবিড় ধ্যানের পটভূমিতে ভগবানকে বরণ করা। কর্মের জগতে এটির প্রয়োগ ক্ষেত্রটি যেন অত্যন্ত দুরুহ। সাধারণ ক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদন অথবা কর্ম সাধনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা পেশ করা হয় যার ফলে কর্মটি হয় সফল। শুধু সাধারণ মাত্রার সাফল্য নয়, কর্ম সাধনের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য বা বিশেষভাবে কর্মের বিজয়ের নিশ্চিত অভিব্যক্তির জন্য সাধক স্বতঃই কর্মমুখি হয়ে যান। সাধন চেতন যখনই কর্মের আবর্তে জড়িয়ে যাবেন, প্রবল সম্ভাবনার সৃষ্টি হয় যে কর্মের জালে জড়িয়ে গিয়ে সাধক তার এই সাধন তাৎপর্য ভুলে গিয়ে অথবা বিভ্রান্তমূলক মনোভাবের বশবর্তী হয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হবেন।

The need to replicate has interesting implications that are rarely mentioned for 'ultimate experiments' like the large Hadron Collider in CERN. There is no other piece of equpment in the world that can produce the some results as the LHC. So should it provide breakthrough information technically that data will not have been verified. Ofcourse there is a small army of scientists working on it and multiple runs of the equipments are used to see if the same results come out everytime. It's not as if a shock result will be the one-off work of a single oddball team. But evens so, it is slightly unnerving that there is no opportunity for testing of results by replication.

Weber's gravitational telescope was capable of replication, and with such dramatic results coming through it was inevitable that other groups would look out for there remarkable gravity waves.

With a certain stubbornness this kind of defector continued being built for decades after Weber's original. Over time they became better isolated from the environment including introducing supercooling to the bars to reduce any thermal vibration, as the natural movements of the atoms within the bar will be more sluggish at low temperatures.

(Brian Clegg, Gravity, How the Weakest Force in the Universe Shaped our Lives, St. Martin's Press. New York, 2012, p. 238.)

অন্তরে ভগবানের জন্য বিশ্বাস আর ভালবাসার সূত্র প্রস্তুত হলে সাধন প্রাণ ক্রমে বন্ধনের সূত্র ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবেন। বিশ্বাসের দৃঢ়তায় সাধক বুঝবেন কর্মের জালে জড়িয়ে পড়া নয়, কর্মের গভীরে ডুবে যাওয়া অথচ প্রত্যয়ের শিকড়কে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে। প্রত্যয়ের শিকড় গভীর হয়ে থাকে যখন কর্মের মাঝে সাধক ডুবে যেতে পারবেন এই বোধে যে কর্মটি দিব্য কর্ম। যে কর্ম তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ইতিমধ্যে অথবা যে কর্ম গড়ে উঠছে তার বিশেষত্ব হল সে কর্মটি ভগবানেরই নিজ কর্মেরই মত। সাধক এখন কর্ম করবেন প্রতিনিধি হয়ে। তিনি কর্মী কিন্তু কর্মের কর্তা নন। তিনি কর্মী ঐ অনন্ত মাধুর্যপূর্ণ ভাগবতী চেতনের অনুবর্তী তিনি। অহরহ তিনি কর্ম করে চলবেন। কর্মের প্রতিটি অঙ্গ বা অংশ তিনি শ্রেষ্ঠভাবে সম্পন্ন করবার জন্য সবরকমের প্রচেষ্টা করবেন। নিজের সামগ্রিক সামর্থ দিয়ে তিনি কর্ম সম্পাদন করবেন নির্ভুলভাবে। এমন নির্ভুল প্রচেষ্টা যেন কর্ম হয়ে ওঠে দিব্য কর্ম। ভগবৎ প্রেরণা এখন সাধকের অন্তরে; সাধক এখন নিবেদন করে চলেছেন কর্মের ফলাফল বা পরিণতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের কাছে নিত্য নিরঞ্জন পরিপূর্ণভাবে এই ভক্তকর্মী বা সাধক কর্মীর কর্মপথকে ভরিয়ে দেবেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আলোক বর্ষণ দিয়ে। সাধক-ভক্ত এখন দেখবেন যে কর্মটির বিষয়ে তার মনোভাব বিরাজ করছিল নিজের দায় হিসেবে, তার এখন মনোভূমিতে হয়ে যাবে শিহরণ স্পন্দনের মিশ্রণ। প্রতিটি কর্মের পদক্ষেপেই সাধক-ভক্ত এখন বুঝবেন ভগবানের স্পন্দন, ভাগবতী ছন্দ, স্পন্দন ও ছন্দের সমন্বয়ে সাধক যেন মনে-প্রাণে-হৃদয়ের আনন্দের পূর্ণতায় মশগুল হয়ে কর্মের জগতে নিজের প্রাণশক্তি-মানসশক্তি-চেতনাশক্তি সংযোগ করে পরিপূর্ণতার দিকে যাবেন এগিয়ে। এই সংযোগ সূত্র যেটি এখন হবে রচনা সেটির মৌল উৎস সাধকের নিষ্কাম কর্ম। ভগবানে নিবেদিত হয়ে কর্ম যেন এক অতীব সহজ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে যার মধ্যে মূল তাৎপর্য ভগবানে নিবেদিত হয়ে কর্মের সুষ্ঠু সমাপনই নয়, কর্মের মার্গে অর্জন নিশ্চিত বিজয়। এমন কর্মীর কর্মটি পরিপূর্ণভাবে ভাগবতী সাধন হয়ে ভগবানকে বরণ করে নিতে তৎপর হবে সর্বাবস্থায়। তাই কর্মের সূচনায় ভগবান; কর্মশরীর অর্থাৎ কর্মের মধ্যে ভগবান, কর্মফল বা কর্মের পরিণতিতে ভগবানকে বরণ করতে সাধক উন্মুখ প্রাণে অপেক্ষায় থাকবেন ভগবানকে হৃদয় মাঝে করতে বরণ।

একান্ত বিকাশ পর্বে ঃ অব স্ম দুর্হপায়তো মর্তস্য তনুহি।
স্থিরম্ অধপ্যদং তমীং কৃতি।
যঃ অস্মাং আদি দেশতি দেবী।
জনিত্রজী অজনদ্ ভদ্রা জনিত্রজ অজনৎ। (ঋ. বে. ১০/১৩৪/২)
জগৎ মাঝে হয়েছে তোমারই নিত্য পরশ সদা জাগ্রতে।
নিত্য প্রকাশের এই ক্ষণ মাঝে এসেছে তোমার দীপ্তি।
একান্ত বিকাশ এখন হয়ে উঠবে প্রভাময় জীবন মাঝে।
এই বিকাশ মার্গে হয়েছে বিপুল শক্তির সমর্থন।
দেবতার এই কৃপাশক্তির প্রকাশ এখনই হবে স্বতঃই।
ভগবৎ কৃপার প্রবাহ হয়েছে স্বতঃ প্রবহমান জীবনপটে।
ভগবানের এই সৃষ্টির প্রকরণে হয়েছে নবীন বিকাশ।
মাতৃরূপের দিব্য পরশ এসেছে এখন জীবনের মধ্য গগনে।

দেবতার উপহার ঃ অব ত্যা বৃহতী অরিষৌ বিশ্বঃ।
চন্দ্রা অমিত্রহন শচীভিঃ শক্রঃ।
ধুনুহি! ইন্দ্রঃ বিশ্বঃ অভিঃ অতিভিঃ।
দৈবী জনিত্র অজী জনতি ইন্দ্রা জনিত্র অজিজনৎ। (ঋ. বে. ১০/১৩৪/৩)
এখন এসেছে আনন্দের ডালি হয়ে দেব কৃপামুখর।
ঐ অনন্ত আকাশ মাঝে উঠেছে ফুটে নবীন চেতন।
দেবতার উপহার এসেছে জীবনের অন্বয়ের এই উদ্যোগে।
ঐ অনন্ত আকাশ প্রবাহ হয়েছে জীবন মাঝের বিকাশে।
মাতৃপরশ হয়েছে মূর্ত এখন কর্মপথের সঞ্চারে।
আসুক জীবনে নবীন সত্যের উন্মোচন এই কর্মপ্রবাহ পথে।
সৃষ্টির মাঝে দিয়েছ স্বরূপের বিকাশ সূত্র সবারই জন্য।
এখনই হোক নিত্য দিনের অনাবিল নিবেদন পর্ব মূর্ত।

দৈবী প্রকাশে ঃ দিব্য কর্মের মাধুর্য হল, এটি কর্ম কিন্তু কর্ম নয়। দিব্য কর্মের ভার হয় না। দিব্য কর্মী বিচলিত হবেন না। কতর্মের পথে মৃদু মধ্য বা বিপুল মাত্রার বাধাও দিব্য কর্মীর ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়। দিব্যকর্মী নিজের জন্য বা নিজ জনদের জন্য নয়, সে সকলের, জগতের। তাই দিব্যকর্মী সবার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় কল্যাণ কর্ম করে চলেছে। অবয়বহীন অথবা অবয়বের পরিচয়ে থেকে দিব্য কর্মপথ সর্ব ক্ষেত্রেই ভগবানকে আশ্রয় করে থাকবেন। পবনদেব, সূর্যদেব, বরুণদেব সদা নির্ভর দিব্য কর্ম করে চলেছে। পবনদেব তার বায়ুর প্রবাহ দিয়ে মহাপ্রাণকে করে চলেছেন শক্তিপূর্ণ। মহাপ্রাণ মহাবিশ্বের এই শক্তিমণ্ডল সংহত করে স্বয়ং এই নিত্য পথের মাঝে স্বতঃই ফুটে উঠবে। মহাপ্রাণের আশ্রয়ে প্রতিটি প্রাণ তার মধ্যেকার পঞ্চবায়ুর নিত্য সঞ্চালনকে অনুধাবন ও বরণ করতে পারবেন। প্রাণবায়ু অপান বায়ু ব্যান বায়ু সমান বায়ু ও উড়ান বায়ু ক্রমান্বয়ে মানবের অস্তিত্বের অঙ্গে অঙ্গে হয়ে বিস্তৃত প্রতিটি অঙ্গকে অচল, জীবন্ত ও সুস্থ করে রাখে। মহাপ্রাণের আশ্রয়ে প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে চলেছে মানব অবয়বের মত অংশে — ক্রমে কোষে কোষে।

কোষে কোষে মহাপ্রাণের দেওয়া প্রাণ চেতন সঞ্চার হবে ভগবানের বোধের সূতোয় ও গাঢ় হয়। ভাগবতী ভাবই জীবনময় হয়ে উঠবে ক্রমপ্রকাশে। মহাপ্রাণ এই ক্রম বিস্তারে জীবে অস্তিত্বকে প্রাণবীজ আর প্রাণশক্তির পরশ দিয়ে ভরিয়ে দেবেন। চেতন পটে যখন ফুটে উঠবে শিবসনাতনের আদি সত্যের পরশ তখনই এসে যাবে ঐ সত্যের অস্তিত্বময় বিস্তার। অবয়বের সর্বত্র ভগবানের শিহরণ ও স্পন্দন হয়ে যাবে প্রসারিত। আবার একই সঙ্গে এই শিহরণ ও স্পন্দন যেন চারদিকে ছড়িয়ে যাবে। সূর্যদেবের আলোক বিস্তার তখন সাধকের প্রতীতে ফুটে উঠবে ভাগবতী সত্যের বিস্তার হয়ে। সত্য-ঋত-ছন্দময় এই জগৎ যেন সবসময়ে ভগবানকে ভবাহে আপন করে নিয়েছে ভগবানকে। ব্রহ্ম স্পন্দন এখন জীবনের স্পন্দনে হয়ে পরিণত সমগ্র জীবন ও জগতকে ব্রহ্মসত্যে জারিত করে তুলবে। সত্যময় হবে জগৎ জীবন।

—ঃঃ—

বন্ধন মুক্তির সাধনে

চন্দ্রিকা রায়চৌধুরী

ঈশ্বর স্বয়ং আলোকস্বরূপ। তাঁরই আলোয় দীপ্তিময়, দৃশ্যমান জগতের সবকিছু। আপাত অন্ধকারের মাঝেও তিনি আলোকরূপে সদা অবস্থিত। সন্ধানী মন, উৎসুক দৃষ্টি খুঁজে পায় তাঁকে। সেই আলোকদীপ্তিতে নিজেকে আলোকময় গড়ে তোলাই সাধকের সাধনা। আলোকে ভালোবেসে তাঁরই উৎসের সন্ধানে যেতে যেতে ভক্ত নিজেই আলো হয় যায়। 'আত্মদীপ ভব'—নিজে আলো হও। তারপর ছড়িয়ে দাও সেই আলো জগতের মাঝে—অহরহ এই বার্তাই তো প্রেরণ করে চলেছেন তিনি। প্রদীপের মতো ভক্তজীবন, একটি শিখাময় প্রদীপ যেমন আর একটি প্রদীপকে শিখাময় করে; তেমনি প্রাণে প্রাণে, জনে জনে, প্রতিটি ভক্তহৃদয়ে আলোকবর্তিকা হয়ে সেই পরম আলোকের প্রতি প্রেম জাগিয়ে তোলে ভক্তমন।

সূর্যের আলো যেমন কোনো ভেদাভেদ করে না, তেমনই দৈবী আবাহন, দৈবী স্পর্শও সকলের জন্য। ঈশ্বরের কাছে সবাই স্বাগত। তিনি সকলের জন্যই উন্মুখ অপেক্ষায় রত। তিনি সর্বদাই আহ্বান করে চলেছেন। সেই অনুজকে হৃদয়ে ধারণ করে রাখতে হয়, তাকে আহত করতে নেই। ঋষি বারংবার বলেছেন, "যদি জীবনে কখনো দৈবী স্পর্শ অনুভব করো, তাকে গ্রহণ করতে পারো, নাও করতে পারো, কিন্তু তাকে প্রত্যাঘাত কোরো না।"

জীবনের সমস্ত দৈবী অনুভবকে সংহত করে এগিয়ে চলতে হয় ঈশ্বর লাভের মাত্রায়। তিনি তো দূরে নেই। নিজের দৃষ্টিকে উন্মোচন করাটাই তো একমাত্র কাজ। উঠে পড়ে লাগতে হবে এই কাজে। ধীরে-সুস্থে চলতে গেলে তো অনন্ত পথ, এত সময় কোথায়? তাঁর সঙ্গে যোগসূত্রটি খুঁজে পাওয়াই জীবনের, জীবের জন্মলাভের একমাত্র উদ্দেশ্য। দৈবী ভাবনায়, দৈবী চেতনায় নিজেকে স্থিত করে এগিয়ে চলতে হবে তাঁরই দিকে। তিনিই পথ দেখাবেন, তিনিই সাথে চলবেন, তিনিই আলো দেবেন পথ চলার জন্য।

ঈশ্বর প্রতিটি কণায় অবস্থান করছেন। স্বয়ং পূর্ণা, সম্পূর্ণা, অন্নপূর্ণা তিনি। নিজেই রুদ্রের তপস্যা করছেন, নিজেই করছেন নব সৃষ্টি। ধ্বংসের মধ্যে করে চলেছেন নবীন সৃষ্টির পর্ব। সতর্ক করছেন তাকে শেষ পরিণতি সম্বন্ধে। এভাবেই কৃপাময়ী তিনি আহ্বান করেই চলেছেন। কেউ সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যাবে। কেউ সাড়া না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে। বেছে নেওয়ার অধিকার প্রত্যেকের নিজের কাছে দিয়ে রেখেছেন তিনি। এরপর মন তুমি বল, তুমি কোন্ পথে যাবে।

'সত্য' আর 'ভক্তি'—ভক্তের এই দুটি গুণই ভগবানকে তার কাছে নিয়ে আসে। যে ভক্তের সর্বস্ব তাঁর পদপ্রান্তে সমর্পিত, তিনি নিজে তার কাছে ছুটে আসেন, পারেন না দূরে থাকতে। ঠাকুর বলেছেন, "তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। আন্তরিক হলে তিনি প্রার্থনা শুনবেনই শুনবেন।" তিনি যে ব্যথার ব্যথী, সাথের সাথি-আত্মার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ আত্মীয়। তিনি যদি কৃপা না করেন আর কে করবে? ভক্তের নিজের কতটুকু শক্তি? সে শুধু নিজেকে সমর্পণ করতে পারে। ঠাকুর প্রতিক্ষণে তাঁর আহ্বান প্রেরণ করে চলেছেন। এমন কোন ক্ষণ নেই, যে ক্ষণে তাঁর আহ্বান ধ্বনিত হয় না। ভক্ত যেমন তাঁর আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিও ভক্তের আকাঙ্ক্ষার উন্মুখ হয়ে অপেক্ষায় থাকেন-নীরবে, নিভৃতে, অনন্ত ধৈর্য্যে ও পরম ক্ষমায়। এই বিশ্বাসেই বারে বারে ছুটে যাওয়া। শত অপরাধের পরেও তার কাছেই আশ্রয় নেওয়া।

ঈশ্বরলাভের পথ বিশুদ্ধ দৈবী পথ। বিশুদ্ধ—কারণ এই পথে তিনি স্বয়ং চলেছেন। ভক্তের সাথে সদাসঙ্গী হয়ে, সর্বদা। বস্তুতঃ তাঁকে বাদ দিয়ে তো কোনো কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়। ব্রহ্ম সর্বস্থানে, সর্ববস্তুতে, সর্বজীবে, সর্বক্ষণে সদা বিরাজমান। তিনি উপরে, তিনি নীচে; তিনি ডানপাশে, তিনি বাঁপাশে; তিনি সামনে, তিনি পিছনে। তাঁর এই সর্বময়তার মাঝে ভক্তের স্থান কোথায়? পথে চলতে চলতে কোনো ভক্তের মনের মধ্যে যদি এই প্রশ্ন আসে, তার উত্তরে তিনিই স্বয়ং জানাচ্ছেন যে ভক্তের অবস্থানও তার আরাধ্যের সঙ্গে সঙ্গেই, ইষ্টের সঙ্গে সেও উপরে, নীচে, ডানদিকে, বাঁদিকে, সামনে, পিছনে অবস্থান করছে। কারণ প্রকৃত ভক্ত তো তার হৃদয়ে তাঁকে বহন করে চলে। তিনি তো তাঁর ভক্তকে কখনো পরিত্যাগ করেন না। ভক্ত ও ভগবানের এ এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সাধকের একান্ত নিবেদন ও আন্তরিকতাই তাঁকে বাধ্য করে ধরা দিতে।

বিশুদ্ধ মনের আহ্বানেই তিনি ধরা দেন। সাড়া দেন। মনের প্রকৃতি গড়ে ওঠে নিরন্তর অভ্যাস, শিক্ষা ও চেষ্টার প্রভাবে। মন নীচেও নামতে পারে, আবার আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা ঈশ্বরের কৃপায় উর্ধ্ব থেকে আরও ঊর্ধ্বে গিয়ে তাঁতে লীন হয়ে যায়। সেই মন জগতের মাঝে অবস্থান করেও পার্থিব কোন অনুভবে ভাবিত হয় না, বিপর্যয়ে বিচলিত হয় না। সবকিছুর উর্ধ্বে এক অনির্বচনীয়

আনন্দময়তার সাক্ষী হয়ে সে তার যাবতীয় কর্তব্য কর্ম ঈশ্বরের পূজা হিসাবে নির্বিকার ভাবে করে চলে। প্রচুর বাধা আসে এই মনকে গড়ে তোলার পথে। বাধা তো আসাই উচিত। সর্বোত্তমকে পেতে গেলে সবচেয়ে বেশি কষ্টের পথে তো হাঁটতেই হবে। তাই শরণাগতিই একমাত্র পন্থা। জগতের মধ্যে থেকেও, জগতের না হয়ে অনন্যচিত্তে, অনন্যমনা হয়ে কেবল তাঁর এবং তাঁরই প্রার্থনা করতে হবে—এই একমাত্র পথ। এই হল 'সত্যের পথ'। তাই সেই সর্বত্র বিরাজমান। সর্ব প্রাণের প্রাণস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতনের কাছে ভক্তের এই বিনম্র প্রার্থনা। আমার আমিকে নিঃশেষ করে তোমার তুমি দিয়ে পূর্ণ করে তোলো ভগবান। যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করে তোমার চিরন্তন প্রেমের বন্ধনে বেঁধে নাও। জীবনের সর্বকাজে, সর্বাবস্থায় যেন তোমাকেই চিরসখারূপে বরণ করে—থাকতে পরি, সেই মন গড়ে দিও তুমি

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

—ঃঃ—

নিঃস্বার্থ মানুষ ঈশ্বরের করুণ লাভ করে

মানবেন্দ্র ঠাকুর

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন 'মনের ময়লা চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়'। আবার তিনি বলেছেন 'ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়—ঠাকুর, কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।' মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক এবং অভিন্ন। তাই তিনি বলেছেন, ভক্তিতেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাই তিনি বলেছেন "তাঁর কৃপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না। কৃপা কি সহজে হয়? ঈশ্বর যে শরণাপন্ন হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তবে ঈশ্বর তার প্রার্থনা শোনেন। এই প্রার্থনা শোনার ফলে মানুষ ঈশ্বরের কৃপায় মুক্তি পথের সন্ধান পায়। কিন্তু কৃপা বলতে আমরা কি বুঝি? শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনত্র বলেছেন—"কৃপা-বাতাস বইছে, পাল তুলে দে।" কৃপা-বাতাস ক্রমাগতই বইছে, কেবল চেষ্টা করে পাল তোলা দরকার। কৃপা বা কৃপা-বাতাসকে যদি 'অদৃষ্ট' বলি, তবে পাল তোলার নাম 'পুরুষকার' ('পুরুষকার' বলতে মানুষের নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়)। আসলে পুরুষকারই অদৃষ্ট ও কৃপাকে ক্রিয়মান ও সার্থক করে। কৃপার ইংরাজী শব্দ Grace । গীতায় কৃপা ও ভক্তির প্রসঙ্গ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অনন্য ভক্তি হলে শ্রীভগবান প্রসন্ন হ'ন এবং সেই প্রসন্নতার আশীর্বাদকে 'কৃপা' বল যায়। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ইংরাজী গীতা-গ্রন্থে কৃপার কথা আলোচনা করেছেন। গীতা 'কৃপা' ও সার্থকতা স্বীকার করে ও সেই কৃপা আসে ঈশ্বরের পুরস্কাররূপে। কৃপা সার্বভৌমিক ও সার্বিক বস্তু। ক্রিশ্চান ধর্ম যেমন কৃপাকে পূর্বনির্ধারিত বস্তু বলে স্বীকার করে, গীতা তা বলে না। আসলে কৃপা —বস্তুটি বাধাপ্রতিবন্ধকহীন স্বচ্ছন্দ স্বাধীন একটি অবস্থা। কৃপা আছে ও ওই কৃপার আশীর্বাদ অনুগত ভক্তের শিরে বর্ষিত হয় নির্দিষ্ট একটি অবস্থাকে অপেক্ষ করে। যে কোন জিনিস যা মানুষের অধ্যাত্ম জীবনকে সমুন্নত ও মহিমময় করে, যা মানুষের মধ্যে যথার্থ (শুদ্ধ) জ্ঞানের সঞ্চার করে, তাকেই অর্থাৎ সে জিনিসকেই 'কৃপা' বলতে পারি।

সুতরাং ঈশ্বরের কৃপা পেতে গেলে দুটি জিনিষের প্রয়োজন। একটি নিষ্কাম কর্মযোগ ও অপরটি প্রেম ভালোবাসর পরিপূর্ণ রূপ জ্ঞান নিষ্ঠা। তবেই নিরহংকার ও নিঃস্বার্থ মানুষ ঈশ্বরের করুণা লাভ করে ধন্য হয়। সুতরাং কৃপা পেতে গেলে কৃপা পাবার অধিকারী হতে হবে, কৃপা পাবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন ঃ 'কৃপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না। কৃপা হলেই দর্শন হয়।' দর্শন কিনা ঈশ্বর দর্শনা ঈশ্বর দর্শন ও আত্মদর্শন এক কথা।

হে দেবতা, হে অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র, মারুৎ তোমাদের সকলের কাছেই আমাদের উদার করা নিবেদন। তোমাদের প্রকাশ দীপ্তিতে ভরপুর হোক এই-নিবেদনের নিঃশেষ প্রণাম। আমরা তোমায় করি আত্মনিবেদন।

দেবতার কাছে এটি মানবের আত্মনিবেদন। কী আছে দেবার ঐ দেবতাকে? কী আছে তোমার সম্পদ, কী তোমার সংগ্রহ? কোথায় আছে তোমার এই সম্পদ ও সংগ্রহ? কেমনভাবে হয়েছে ঐ সম্পদ ও সংগ্রহ? যে সংগ্রহ সত্যের ভিত্তিতে অর্জিত, যে সংগ্রহ নিবেদনের ভিত্তিতে সংগ্রহ সত্যের ভিত্তিতে অর্জিত, যে সংগ্রহ নিবেদনের ভিত্তিতে জাত, যে সম্পদ এসেছে জীবনের ভিত্তিতে তাকে বরণ করি সত্য ভিত্তিতে। সে সম্পদ নিছকই জড়, তার মধ্যে দেবার কী আছে। দানের উপযুক্ত সেটি জগতের জন্য, দেবতার কাছে দানের উপযুক্ত এটি নয়। দেবতার গ্রহণ করবার মত রয়েছে কোন জড় সম্পদ? সসাগরা পৃথিবীটিও যদি তাঁকে দান করা হয় তা কতটুকু তাঁর কাছে? ঐ সম্পদে তাঁর দান করা হয় তা কতটুকু তাঁর কাছে? ঐ সম্পদে তাঁর আগ্রহ কেন হবে? কোন সম্পদ রয়েছে যা তাঁর ঐ

আগ্রহকে বাড়িয়ে একান্ত করে তুলতে পারে? তিনি নিত্য সনাতন, যা কিছু ঐ নিত্য সনাতনের স্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তাতেই তাঁর আগ্রহ। এই হল তোমার হৃদয়। সাধকের হৃদয়, ঈশ্বর প্রায়াপুর হৃদয়, ভক্তের হৃদয় জ্ঞানীর হৃদয়—এই হ'ল এমন ক্ষেত্র যেখানে রয়েছে তাঁর আগ্রহ, তার আকর্ষণ। তিনি ঐ হৃদয়ের দানকে ভালোবাসেন। হৃদয়ের উজার করা দান তাঁকে দেয় আনন্দ। তিনি ঐ হৃদয়ের উজার কর দানকে অবলম্বন করেই হৃদয়ের আসন বরণ করতে হন আগ্রহী। হৃদয়ে আসন তাঁর প্রিয় ক্ষেত্র। ওখানে তিনি বসতে চান, ওখানে বার বার আসতে চান; ওখানে থাকতে চান। খুলে দাও হৃদয়ের দরজা। তিনি ঐ উন্মুক্ত দ্বার প্রান্তে এসে এমন প্রবেশ করবেন, আসন বরণ করবেন, বার বার আসবেন হয়ত বা স্থায়ী আস্তানা রূপে বরণ্ করবেন। হৃদয়ের এই আসনটিকে তিনি স্বয়ং ব্রতী হবেন তখনই, যখন ঐ হৃদয় ক্ষেত্রটি হয়েছে উন্মুক্ত। এ বাড়ি তাঁরই শুধুমাত্র তাঁরই। হৃদয়ক্ষেত্রে রচিত হয়েছে এক দিব্য অবস্থান ক্ষেত্র, মন্দির, দিব্যের বসবাসের বাড়ি। ওখানেই রয়েছে তাঁর কাঙ্ক্ষিত সব উপকরণ। পূর্ণ নিবেদন একান্ত শরণ, সম্পূর্ণরূপে তাতেই লিপ্ত। তাঁরই তরে উন্মুক্ত —এই হৃদয় হৃদয়ক্ষেত্রই তঁর প্রিয় আবাস।

সুপ্রতীকে বয়ো বৃধা যহ্বী ঋতম্ সাতরা, দোষাম উষসাম ইমহে।

জীনের উষা ও রাত্রের ক্ষণে তোমায় আহ্বান করি সমভাবে। তুমি জীবনকে স্পর্শ করে সত্য সঞ্চার কর জীবনের পর্বে পর্বে। তোমার ঐ দিব্য স্পর্শে আমাদেরহৃদয় ও মনের আয়তন বেড়ে উঠুক।

হে দেবতা, তোমার স্পর্শ জীবনের সব অঙ্গনে, জীবনকে উজ্জীবিত করে দিব্য চেতনায় সম্পৃক্ত করে তুলবে। তোমায় আহ্বান জানাই তুমি জীবনের পটে উদিত হও। হও, সময়ের সাথী। জীবনের চলার অন্তিম পর্ব পর্যন্ত চাই তোমার পরশ। তোমার এই গতিমান স্পর্শ জীবনকে করে তুলবে দিব্য চেতনায় ভরপুর; তোমার সঙ্গে মিলনে নিত্য প্রসারী। জগতের বুকে তোমার সঙ্গে নিত্য মিলন প্রয়াসটি তোমার পছন্দের, তাই তুমিও আনন্দ প্রবাহকে জগতের অভিমুখে দেবে এগিয়ে। তোমার এই মিলন প্রয়াস মানুষের জন্য উত্তরণের ক্ষণ। ভক্তে-ভগবানের এই মিলন ক্ষণে যে আনন্দের প্রবাহ, তা উভয়তই। ভগবানের ভক্ত সঙ্গের জন্য আকুতি নিরসন জাত আনন্দ আবার ভক্তের তরফে তীব্র আকুতি সংযোগে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অন্তে দিব্য সঙ্গ লাভের আনন্দ যুগপৎ এক অতীন্দ্রিয় পটভূমি রচনা করে দেয়। এখানে আনন্দের দীর্ঘ নিনাদ ও তীব্র সংবেদ রচিত হয়। আনন্দ মুখর এই পটভূমি মর্ত্যের আবহে রচনা করে স্বর্গীয় আবেশ।

বাতস্য পত্মন ইলিত দৈব্যা হোতার মনুষঃ।
ইমং ন যজ্ঞং আগতম্।

দিব্য জীবন বায়ু এগিয়ে আসুক আমাদের এই মর্তের জীবন প্রবাহে। এই জীবন আহুতির জীবন, এখানে দেবতার ঐ সংবেদ জীবনে প্রবিষ্ট হয়ে জীবনকে প্রস্তুত করে তুলছে নিয়ত নিবেদনের জন্য। আমরা ঐ নিবেদনকে বরণ করতে চাই, যে নিবেদন তোমায় পূর্ণ একত্মতায় গ্রহণ করে। মানুষের এই দেব যজ্ঞে আহুতির পর্বটি মানুষের জন্য দেবতার আহ্বান পর্ব। মানুষের পক্ষ থেকে যেমন দেবতাকে আহ্বান জানানো হল, তেমনি দেবতার পক্ষ থেকে আবার মানুষকে বরণ করবার এটি নিত প্রয়াস। মানুষকে দেবতার কাছে এবং দেবতাকে মানুষের কাছে বরণ নিয়ে আসবার জন্য উভয়তর প্রয়াস। দেবতার দেবযজ্ঞে মানুষের আহুতি, আবার মানুষের অভীপ্সার পথে নিত্য আহুতি—এ দুয়ের মিলনই হ'ল দেবতার মানবিক উন্মেষ। মানুষরূপে দেবতার আগমন এই মানবিক পটভূমিতে, জগতের উন্মেষের জন্য, মানুষের উন্মেষের জন্য।

ইলা সরস্বতী মহীতিস্র দেবী; মায়া বভুবঃ।
বর্হিঃ সীদন্ত অশ্বিধঃ।

জীবনে ঝরে পড়ুক মহতী দেবীত্রয়ের করুণা ধারা। হে দেবী, জীবনে এনে দাও বিব্য প্রকরণ। জীবনে রচিত হোক এক নতুন কাঠামো যেখানে আমাদের আহুতি দিয়ে পৌঁছায় দিব্য ঐ চরমে।

শিব ত্বষ্ট হইঃ আ গহি বিভুঃ পৌষ উত আত্মনা
যজ্ঞে যজ্ঞেন উবে অব।

দেবতর সন্তোষে জীবনে রচিত হবে নবীন সংবেদ। এই জীবনের যে পরিকাঠামো তার হোক রূপান্তর, রচিত হোক জীবনের যে পরিকাঠামো। জীবনের এই রূপান্তরকে এগিয়ে আসুক দেবতার মুর্ত প্রসাদ। ব্রহ্মজ্ঞানী রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দেব বিজ্ঞানের গভীরে তত্ত্বে, প্রকাশে থেকে গৃহীত।

এমন কিছু জিনিষ আছে আমরা সেগুলোর কাছে গেলেই এবং না চাইলেও পেয়ে যাই আগুনের উষ্ণতা, জলের শীতলতা, ফুলের সুবাস।

ঈশ্বরের কাছেও কিছু চাইবেন না,
শুধু ঈশ্বরের কাছে আপনার নিকটস্থ বাড়ান,
আপনিও না চাইতেই সবকিছু পেতে শুরু করবেন।
জয় মা-জয় মা-জয় মা।

—ঃ—

Divine Wisdom for Work and Life

Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee

Beyond the boundaries of Earth Consciousness:

God is always unique. He is the original Creator. He is unending and eternal. He will always be untainted and pure. His thirst for perfection and manifestation of His own being gave rise to the primal creation. He dwells within each passing moment like a lamp of time itself, yet being eternal, boundless, and limitless. He appears in all living things as this transient flame, but He stays inside Himself as the foundation for His own development and as the entirety of creation itself, independent of everything else. This is an intrinsically creative unfolding of existence. What is spontaneously created today sheds its earlier form tomorrow and opens the path to a newer manifestation, becoming a flowing force of development for life. This development is the inner consciousness woven into the all-pervading awareness present throughout creation. As a result, life keeps progressing over time. Life develops in accordance with the concept of its deepest inner evolution through the process of this cosmic time. Human consciousness, in general sense, remains connected with the diversity of everything that exists in creation. There are infinite forms and dimensions of different life paths, ideas, viewpoints, emotional manifestations, and mental structures. All objects of attraction originate from a material perspective. There are innumerable perspectives in the universe that give rise to a variety of life routes, each with a unique appeal. Such attractions hold within them the possibility of unfolding into a uniquely enriched and evolving dimension of life. However, the journey to Brahman might be hindered by even a small portion of these attractions.

"From that Self arose space;
from space, air;
from air, fire;
from fire, water;
from water, earth;
from earth, vegetation;
from vegetation, food;
and from food, human beings.
This human being is indeed formed of the essence of food.
Of him, this is the head;
this is the right wing;
this is the left wing;
this is the self;
and this is the foundation."

(Taittiriya Upanishad 2.1.3)

He is all pervading and infinite in His essence. Infinite is the radiance of His being, inexhaustible in His giving. To shape His creation in every possible way, He has immersed Himself deeply within the profound interior of life. Yet spontaneously He also remains independently radiant and serene. Embracing all the cycles of time's eternal law, He continues to pervade life naturally and universally. The lamp of dedication blossoms along the stream of time, drawing inspiration from the Divine and striving for the

gradual awakening of consciousness. It becomes a constant endeavor to discover the eternal path of inspiration- an intimate and earnest effort in which every thought and feeling seems to arise naturally and touch the heart. Life longs to open its eyes to the world around it and, through comparison and reflection, understand its own place within it.

God has created this vast and mysterious universe, and within life itself He has also placed a miniature reflection of the infinite sky. Within the material world, the quest for understanding the fundamental particles of existence reveals a universal aspiration for knowledge. The real meaning of space is its wide range, by which the consciousness of Supreme gradually opens.

The essential nature and identity of the soul have emerged from this boundless, infinite expanse and from the innermost core of all existence. Earth, water, air, and the upward movement of life are all progressively revealed, leading toward the divine victory that is life's highest purpose and deepest aspiration. God starts to use His creative mind to direct and maintain the universe after spreading the seeds of creation. The lives of devotees and followers start to serve as models of spiritual realization of humanity. The inner self gradually rises through divine consciousness and this expands through existence. When someone is touched by the grace of the higher consciousness, they are able to move past the world's limitations and impurities and continue on their journey to the infinite. Now, that moment has arrived- the moment reflected in the vastness of the sky and the backdrop of the great universe. It is the moment of Divine manifestation, the revelation of the true Self. The soul's call is being heard now.

Towards Completeness

When asked, 'What is That?', he replied:

'That by whose outpouring beings are nourished and revived; that which they drink and live by.

Though it appears to be diminished, it is never diminished.

Indeed, it is not diminished; rather, it continually brings forth and generates anew.

(Taittiriya Samhita 1.7.2.18-20)

Whenever the moment has arrived in life to receive the touch of divine grace, the mind, heart, and soul have naturally prepared themselves for that Infinite Revelation.

I welcome that existence within the world, welcoming the bright lamp of the Divine Consciousness.

In this rise of consciousness, a new appeal has emerged in the light of unfolding revelation.

The world-consciousness has become radiant, holding within itself the intimate expression of the Eternal and Sanatana Truth.

The background of consciousness now stands unveiled, becoming a ceaseless field of revelation in life.

In this phase of the unfolding of Divine Consciousness, the world has blossomed into a radiant expression of spiritual illumination.

May there now arise within life the spontaneous unfolding, continuous movement, and ever-flowing stream of this divine process of revelation.

This New Divine Phase of Creation

May I, through divine wisdom, become abundant in offspring and creative manifestation.

Indeed, Bahirsah is Prajapati, the Lord of Creation.

He brought forth beings; and by that very power he continues to create beings.

May I, through the divine sacrifice of Narasamsa, become endowed with cattle and abundance.

For through Narasamsa, Prajapati created living creatures and cattle.

Through this divine sacrifice may I become possessed of long life and be firmly established in the sacrifice.

Thus, he says: 'May I attain longevity.' In this way he secures life within himself and stands firmly established in the sacrifice.

(Taittiriya Samhita 1.7.4.1)

Just as the primordial phase of creation once began, so too has come the awareness of the fundamental principle of life.

All the earliest endeavours, born of the contemplation of Truth, have sought to be embraced within this dynamic and all-pervading stream of spiritual striving.

May this chapter of wisdom unfold through our participation in the path of life's inner discipline.

Whenever life has arisen from a higher awakening, it has emerged from a special illumination of consciousness.

May this moment of self-development become embodied in the spontaneous field of life's growth.

May this realm of the soul's manifestation ever remain the natural field of life's unfolding.

May this phase of a new creation serve to awaken the deeper consciousness within life.

May the current of life throughout the world be filled with the attraction of divine awareness.

May this creative phase of the sacrificial Fire become a perpetual revelation of its unique and luminous nature.

Whenever the call to move forward has come, may that moment shine with the light of continual growth.

May this moment of new beginning become a living manifestation of the Eternal and Everlasting.

May divine evolution now arrive with unwavering dedication and steadfast commitment of mind.

May life continually receive the gift of this new vital force bestowed by the Divine.

May the light of this gentle, fresh, and dedicated growth remain forever revealing and lighting itself.

May its beauty be continually revealed, guiding life to ever greater rising and fulfilment.

Sweetness of Spiritual Practice

For ten full months the gods pursued and attained exaltation.

By means of the ten full month sacrifices, they drove the Asuras away.

Therefore, he says: 'May I attain that exalted triumph.'

Through the Darsa-Pur?amasa sacrifices he follows and wins the victory of the gods.

By means of the ten full-month observances he drives away hostile rivals.

(Taittiriya Samhita 1.7.4.2)

In the gentle sweetness of spiritual discipline,

There shines forth that tender and delightful source of light upon the pathway of life.

Now comes the message of the world upon life's journey-mthe secret of creation itself.

The abode of life's sweetness shall unfold, as the world advances toward ever-new manifestations and fresh blossoming of existence.

Now the chariot of life moves forward, harmonized with the unfolding of growth and evolution.

May all opposing establishments and every barrier of opposition be released and dissolved.

Let the fire of spiritual discipline now attain victory through the wholehearted dedication of the path of sadhana.

Upon the canvas of the mind, may there shine the radiant aspiration for the ever-abundant divine consciousness.

Now begins the journey of the victorious chariot of life, a renewed endeavor toward the fulfillment and perfection of spiritual realization.

Divine Radiance

On the path of spiritual practice, there are many struggles, but there are also waves of sweetness and grace. Those hearts and souls that immerse themselves in thoughts and contemplation of the Divine gradually become bound by the spirit of self-giving. Thus begins a new attraction within life itself. If this attraction is imbued with spiritual sweetness, its radiance spreads throughout one's being. Continuous contemplation of the Divine initiates this attraction. When the attraction becomes deep, a relationship of profound sweetness begins to blossom. Contemplation arises spiritual feeling , and this feeling gradually envelops the heart. As this feeling becomes concentrated, intimate, and intense, the attraction grows stronger. The intensity of this attraction further deepens the wealth of spiritual emotion. Just as spiritual taste signifies the deepening of this attraction, so too do all the divine aspirations sheltered within life continue to grow. This unfolding of divine consciousness naturally leads life forward on the path toward God. Whatever exists in the world as a lamp of action has, until now, largely served as a field for the

development of worldly consciousness. Such worldly development has generally been centered on material existence, or on a blend of material concerns and something that transcends them. It is upon these foundations that the lamp of worldly aspiration has continued its journey, contributing to the overall progress and evolution of life in the world. When earnest yearning and contemplation unite, the process of spiritual practice becomes smooth, strong, and harmonious. This harmony naturally transforms into a channel for divine inspiration. At such moments, divine inspiration itself becomes a powerful attraction. If this inner attraction truly manifests as the reality of life, then, through every moment and every support that life offers, one is compelled to move toward God. It is as though there exists within the depths of the soul a profoundly hidden yet irresistible and ever-active force of attraction drawing one toward the Divine.

Om. The knower of Brahman attains the Supreme.

Brahman is Truth, Knowledge, and Infinity.

He who realizes That which is hidden in the cave of the heart, in the highest expanse of consciousness, attains all desires together with the all-knowing Brahman.

(Taittiriya Upanishad 2.1.2)

The Eternal Brahman-Truth, Knowledge, and Infinity-reveals Himself in the hearts and minds of those in whom a genuine spiritual longing has awakened. Through the harmonious union of aspiration and divine attraction, an atmosphere of inner growth and spiritual unfolding is gradually established in the life of a devotee. When, through the discipline of concentration, the mind of the seeker becomes free from all forms of distraction and restlessness, the journey on this path truly begins.

It is through concentration and steadfast dedication that the moment of mental liberation and purity can arise. Purity of mind means freedom from all that is ordinary, scattered, and distracting, allowing the consciousness to become clear, focused, and receptive to the Divine. Both the veil and distraction belong to the realm of worldly existence. The veil is formed by the desires and expectations of the world. The attractions of longing and craving become active forces along the path of life. These ever growing temptations have a significant impact upon human existence. But only when the intellect exceeds these attachments, genuine purity emerges. The mind that remains bound within the net of worldly inertia naturally dwells in darkness. This darkness itself becomes the veil that covers the mind. Ignorance is the densest and most pervasive covering, surrounding an individual from every side. When the web of ignorance spreads everywhere, a distortion of consciousness takes place. Knowledge becomes inverted, and instead of guiding one toward Divine realization, it becomes an obstacle on the path of experiencing the Divine Presence.

The darkness of ignorance gives rise to impurity and confusion. When the human mind tends to enter such a state, it starts to accept lies. On the other hand it also starts to give truth itself the features of deception, instead of accepting what is actually true. Therefore the soul continues to be enchanted by Maya. Unless illumined by the radiance of Divine Wisdom, life becomes clouded by the impurities of illusion. Everything that is fleeting and temporary then appears permanent and enduring. The transient is mistaken for the eternal. The mind is fascinated by fleeting radiance and is drawn to whatever is appealing at the time. An individual's inclinations, fascinations, temperament, attitudes and ultimately the course of life itself, is slowly shaped by these types of attractions. Through the vision of Maya, all the gifts of the world are regarded as nectar-like and everlasting. Every passing day and every fleeting moment appears to possess a far-reaching significance. Yet a new call now arises- the call of Divine awareness and Divine refuge. Under the shelter of God, life begins to move toward a higher arrangement of existence. Freed from the influence of illusion, life can emerge from its attachment to what merely appears desirable and begin to seek what is truly beneficial and eternal. The moment of liberation from the sphere of Maya eventually arrives. One must then embrace God and hold firmly to the Divine. The consciousness that can cling to God will gradually free itself from attachment to fleeting pleasures and the blindness of illusion. Mind, heart, and soul will move forward to accept the Divine alone. The time has now come to merge oneself into that sacred vibration of Divine consciousness and Divine feeling.

Manifestation of God in Life

With the powers of strength and nourishment, one secures food; for food indeed is strength.

By these, stability is established. He who, with understanding, milks the heavens of the sacrifice draws forth its blessings.

The enlightened sacrificer sustains the sacrifice from both sides-from before and from above. This indeed is the continuous flow and fulfilment of the sacrifice.

(Taittiriya Tradition 1/7/4/3-5)

May this phase of growth become a radiant expression of life's divine harmony.

The moment has arrived for the steadfast realization of the Divine through constant worship and inner communion.

The very background of life has become immersed in an intense manifestation of spiritual awakening.

I have embraced that manifest Deity within my life and have come to understand the Divine aspiration that guides existence.

During spiritual discipline, the living vision of growth and transformation now unfolds naturally from within.

May that unwavering chariot of realization flow onward, carrying the eloquence of ever-expanding growth in its eternal rhythm.

The practice of the sacred mantra has now found its refuge in the treasures of life itself.

Life has become blessed, permeated by the pulsation of the Divine, ever expanding and expressing itself in all directions.

Life Filled with Divine Messages

When the Hotr priest receives the salutation of the sacrificer, he should say: 'Protect us; may we obtain the blessings desired from the gods.'

Thus, having praised the deities, he draws forth their grace.

In this way, he draws nourishment for the sacrifice from both sides-from the front and from above.

(Taittiriya tradition 1/7/4/6)

Upon the path of sacrifice comes the message of dedication in life.

Whatever truths and messages have been discovered in life are now to be put into practice.

Offer them at the feet of the Divine in this sacred moment of your continual awakening.

The time has come for both outward expression and the unveiling of life's innermost reality. Through the stream of strength bestowed by the Divine, the current of awakened consciousness flows through life.

At every call toward life's continual growth, a unique inspiration arises, filling the heart with sacred messages.

Grant only the ceaseless flow of Your grace, so that life may become complete and fulfilled with Your divine messages.

May This Lamp of Life Be Open to the Flame Divine

May Agni, through the radiant red-hued power, lead you to the divine realm.

These sacred offerings of the sacrificer belong to the gods.

When the offering is carried forth,

It truly leads the sacrificer toward the heavenly world.

(Taittiriya tradition, 1/7/4/7)

May the awakened, flame-filled consciousness of Agni remain a constant inspiration within this realm of awareness.

Now, having transcended the limitations of worldly attractions, life moves forward in a state of harmony and integration.

The phase of material development has matured and blossomed into a radiant inner illumination.

A new call has arisen within life- a call to participate in the progressive unfolding of the divine.

Along the pathway of life's manifestation, there emerges an ever-renewing stream of spiritual experience and realization.

Let this day be the time for self-giving. The unexpected call to greater growth and internal progress.

May this flame of life shine forth with the brilliance of profound rising and deep spiritual awakening, may life become luminous.

In the Surrendered Spiritual Practice at the Feet of The Lord

"I loosen your bonds and release your reins," he says.

This indeed is the untying of Agni; through it one is set free.

By the divine sacrifice dedicated to Vishnu of auspicious strides, may I attain firm establishment.

For the sacrifice itself is Vishnu; through Him one gains true stability and foundation.

Taittiriya Upanishad 1.7.4.8-9)

The sacrifice of liberation has now begun in this journey of spiritual practice.

Whether in the subtle or the gross dimensions of existence, this supreme moment of awakening has brought a new inspiration into life.

Amidst this decisive hour of growth and transformation, the inert and material forces of life are being stirred into higher expression.

This is the moment for the unveiling of immense inner power.

Boundaries are loosening, limitations are falling away, and the soul advances toward freedom under the shelter of the Divine.

In this surrendered devotion at the feet of Vishnu, life finds its true foundation, its strength, and its path to spiritual fulfillment.

May this moment shine with the radiant illumination and complete unfolding of Divine Consciousness.

The time has now come for individual consciousness to awaken a new inspiration and inner impetus. May there be a constant striving to abide in the higher realm of Brahman-consciousness.

With the spiritual strength, the seeker's soul completely committed itself to this unified progress. At this auspicious moment, the grace of the sacrifice has risen like a blazing flame, showing itself in its completeness and glory.

Aspiration for a New Truth

The traveller on the path of life moves forward along the avenue of desires and attainments. At times, desires remain confined within the limits of basic necessities, while at other times they extend far beyond the boundaries of need. Once fundamental requirements are fulfilled, the faculties of knowledge expand the sphere of desire. Sometimes desire manifests as hunger, and sometimes it transforms into a divine attraction. Based upon what is seen, heard, and inferred, countless forms of longing arise. The cycle of desire does not end simply by obtaining something. Rather, the tendency to desire continues to grow. Just as a fire blazes more intensely when clarified butter is offered into it, so too does the scope and intensity of future desires increase.

With reverence and devotion we unite ourselves with the Eternal Brahman.

May the radiant path of the Divine unfold before us.

Hear, O children of immortality, all of you!

I have realized those divine realms where the Supreme abides.

(Svetasvatara Upanisad 2.5)

The Lord of the universe, the Supreme Person, pervades all existence. Whatever exists here and now, and whatever may come within one's sphere of possession or influence, exerts its impact upon human life. The mind, heart, and vital being are constantly drawn and carried away by these influences. This ever-changing and restless backdrop of life prepares the ground upon which the journey of human existence unfolds. Through an unending process of reflection, aspiration, and evolution, life seeks to establish itself upon a broader foundation. Yet this foundation often remains rooted in worldly growth and development. Such growth may become absorbed in countless interpretations, descriptions, and perspectives.

Brahman is the Sat-Chit-Ananda. It is He who has ordained and harmonized all creation within this universe. He is indescribable, formless, beyond all limiting attributes, yet all-pervading and present everywhere. At the centre of every sense faculty abides His formless manifestation. He has assumed countless divine forms and become manifest through them. The sages perceived Him according to the

depth of their realization, and thus He revealed Himself through eternal expressions. Recognizing all humanity as children of immortality, the sages extended their call to the whole world. Through spiritual realization they perceived the Supreme Immortal Being who eternally dwells in the Divine Abode. He alone is the Supreme Person.

Vedaham etam purusam mahantam
Aditya-varnam tamasah parastat;
Tam eva viditva ati mrtyum eti, Nanyah pantha vidyate ayanaya.

(Svetasvatara Upanisad 3.8)

The Supreme Truth was unveiled through the contemplation and realization of the Rishi. The Rishi discovered the vast and universal form of the Supreme Reality through divine understanding. He experienced the ultimate expression of the truth of Brahman through the touch of spiritual grace. Through the light of insight, he welcomed every shred of darkness that stayed in life, transforming Himself into a radiant manifestation of the great divine Sun. To know Him is to know the truth behind all that is unknown in existence. This eternal and living revelation illuminates the realities of everyday life. Through this very process of knowing, one discovers the Divine anew. The Rishi understood that when this supreme manifestation of God is attained through direct realization, the mysteries of the world and of Truth itself become unveiled before the seeker. The current phase in the stream of Cosmic Time has become a phase of evolution and unfolding. It is now the moment for humanity to understand, stage by stage, the significance of this progressive manifestation within life. Every truth that emerges in a given moment presents a fresh opportunity for deeper understanding. The present revelation of Truth is destined to become inwardly woven into countless manifestations, appearing again and again in ever-new forms throughout the course of existence. This momentary revelation shall become the timeless expression of the Eternal Sanatana Truth, manifesting itself within specific periods of cosmic time. Such a manifestation proceeds by embracing the signs, rhythms, and measures of Mahakala-the Great Time-Spirit. The revelation of each moment within this vast flow of Time is reflected in humanity's daily progress and in the fulfilment of life's ongoing needs. Each moment thus becomes a manifestation of the Eternal and Stainless Reality in the world. The natural process of this worldly manifestation lies in understanding the aspirations, struggles, growth, and transformations that characterize life's journey. It is this inner yearning that sustains life. Through this sustaining force, even the briefest moments of existence are absorbed into the greater unfolding of Truth and become integral to its development. In this way, evolution will continue to blossom, and from within it shall emerge the foundation of that infinite manifestation whose growth transcends the limitations of time itself. Thus, the temporal becomes a gateway to the timeless, and the finite participates in the eternal unfolding of the Divine Reality.

Unfoldment of Divine Wisdom

The wives of the gods and Agni, the lord of the household, constitute the sacred pair of the sacrifice.

Through this divine union of the sacrificial pair, may I become abundant and fulfilled.

Verily, from this union Prajapati brought forth creation; likewise, through this union the sacrificer generates and brings forth life.

(Taittiriya Samhita1.7.4.12)

Within the mental being of the gods arose a radiant awakening in response to the call of the world.

For the sake of the world, the divine effulgence of love was unveiled when life first began to assume the forms of its mature manifestation.

Then came the invocation of the sacrificial fire, bringing together the transformative power of spiritual discipline and realization.

Whenever the call to awakening arose, divine wisdom awakened within the midst of living existence.

Preparation for spiritual practice has always accompanied life's onward journey toward higher stages of growth and transcendence.

The more life is dedicated through active and conscious participation, the more deeply it becomes receptive to the divine acceptance and grace.

—::—

God's Reality

Monoj Bag

That which is present throughout the entire universe, that present in the deepest of the micro, as well as in widest of the macro, is reality. It is simultaneously a reality perceptible to the senses—an empirical reality—and, at the very same time, eternal reality, that is God's reality Through the material senses we can comprehence the material nature's of this vast reality.

We know only a very small part of this whole truth through our senses. We recognize this small part as our world. Our lives, everything in life, are built around this limited world. Since this small world is not the entirety of the universe, our position remains confined to a limited area. Our life, knowledge, science, historical concepts, and philosophy are also restricted to this small limit. We can understand the vast world that exists beyond this through our quest for knowledge. As a child grows older and opens it's eyes to the surroundings; curiosity increases.

The origin of man is similar to that of the other animals on Earth. It also has a long history However, the position that man has established on Earth today after traversing that long path is unique.

No other animal on earth has been able to develop itself as much as man. But as an animal this progress of man is due to the progress of its soul and its desire for continuous exploration and the spiritual tendency to keep the inner question burning. It seems to have no end.

This ceaseless journey is constantly moving forward, progressively guiding the human experience of life towards ever-higher states of consciousness. Human nature seeks to know more and more about the unknown. It wants to walk on increasingly unfamiliar paths whether they are inaccessible or impassable. Yet, humanity risks its life on that path even if it is impassable, driven by an indomitable inner urge: to discover what lies in that unreachable place. This continuous progress, looking ahead, is what distinguishes human life from all other creatures in the world.

This journey of humanity does not span merely hundreds or thousands of years; rather, it dates back to the very inception of life on Earth. Or perhaps its roots lie even deeper? For humanity's primary identity is, fundamentally, that of a creature of this Earth Through the unfolding evolution of life—gradually expanding and evolving until reaching the human stage—mankind has finally assumed its distinct form. The manifestation of consciousness, having arrived within the human vessel, now expresses itself in the world by adopting the specific attributes inherent to human nature.

It is the very nature of consciousness to manifest itself in accordance with the nature of the vessel it inhabits; much as a single beam of light, when passing through a red medium, radiates with a reddish hue, so too will its radiance appear greenish when passing through a green medium.

This principle prevails universally in the realm of life as well. Consequently, the adaptation and manifestation of life are perpetually governed by the nature and dynamics of the medium in which they exist. It is the external world that dictates this nature and these dynamics, just as the world exists in a particular state, the objects and living entities within it likewise adapt themselves to suit that specific condition and ensure their survival. In this world, only those capable of adapting to their environment manage to survive. Those who fail to do so eventually dissolve back into the material elements of the world: they revert to a primordial state—the realm of inanimate matter. If birth signifies our acquisition of life, then death marks our return to that antecedent state of inanimate matter.

All over the world, life and nature are unfolding in this reality. God itself exists within this system. However, if I claim that it is only this universe or that the omnipresent, omnipotent being resides solely within this universe, it would be a mistake. Then, where does it exist?

We have many models of the Supreme Lord. Idol worshippers utilize these representations We have various "isms." concepts, ideas, and symbols. Some of them are concrete, while others are absurd. We use these solely for the remembrance and contemplation of God. Our remembrance is that a Supreme Lord exists. Our contemplation? What it is or is not. How it is or is not. Where it is or is not. There are many ideas we have acquired through millennia.

But is it possible to express the Supreme God through any particular figure, symbol, or sign in this world? The answer is no.

Who can do it? What can accomplish this? Only one can do so: God itself No other entity can help us understand God except for God itself, because only it knows what it is. Then a question will arise simultaneously. What is God actually? The God is the whole . It is not just the whole material universe but also it's spirit is included. Material universe is sensible. We can see it, we can touch it, we can smell it. But the spiritual part of this universe is beyond our local sensesation. Until an individual transcends all limitations of personality and becames completely and truly impersonal , it is not possible for that person to realize the truth of this spirit .

The God is one of all. It is one in all. All heavens and all Hells are existed in this one platform . All deitys and demons are poised in it . It is a combination of all materials and their spirits . But it's enigma is hiddened in it's spirit . All possibilities in this omnipresent are unfolding gradually in time from this spirit. It is unique and insolite Nothing in this universe can cut it or break it . Until we able to feel it's integeties , we cannot guess what is it . And until we guess it's reality, our life , our dalliance remains completely in smog .But as an animate our first duty would to know this spirit. What is it ? It is not anything but itself.

Divine reality and divine spirit are the same. God's reality. God's spirit, and God are also one and the same. However, when we speak about spirit, we should always keep in mind that it is not devoid of materiality. Though materials are always changing their forms, moods, and nature from time to time due to their outer and inner influences, we cannot see this material world as divine without our realization of the supreme.

There are more or less ten thousand religions; however. 77% of the world's population is divided into four major religions. The remaining 23% of the population is separated into approximately nine thousand nine hundred ninety-six groups. Thus, human society is now divided into ten thousand parts Do we not dismantle an intricate whole through our different customs and faiths'?

Man, as an animal, is like any other animal who experiences hunger, thirst, and the need for sex; who feels sorrow, happiness, pain, and depression; and who possesses both ample energy and the capacity for tiredness and exhaustion. These traits are similar to those of other living beings. Nevertheless, man is not only an animal. He is an entity capable of innovation in daily routines. He has a realization of God. Not only that, man has the ability to meditate, which can dissolve him or her into God. Our God-sadhana is nothing but dissolving ourselves into God with our conscious mind, and our lives should remain in that particular state. That is the supreme state. In that state, we cannot be the supreme Lord. But it is in that state that we have the opportunity to remain united with God's truth.

The God is the God. It is itself. No other thing in this universe is similar to the God. No other thing is equal to the God. We can't replace anything with the God. We can't use anything as a substitute for the God. As living entities, we can observe our surroundings. As we are living beings, we can recognize others who are present around us. Inanimate objects can't do that because they have no sense. As an animate being has senses, it can hardly feel any animate or inanimate presence. Only a living entity that is completely dissolved into the God by its intuitions and loses ail of its self-identity in its personal feelings can do that.

Divine feelings never snacth or grab anything. They neither avoid nor reject anything. It is a supreme stage of consciousness; it is an excelsitude of the mind.

Thus, there is no give and take in the sadhana of the supreme God, as there is nothing to obtain. There is nothing to gain either. Our profit lies solely in realization, meaning that we come to know what is true. If we understand God's truth through our spiritual journey, that would be our only profit.

Reality is God itself. If the reality of a moment reflects God's reality, then the realities of light-years also reflect God's reality. Because it is the entirety, it is the whole; it is one of all. It is actual.

A flower is blossoming throughout the universe. Since the dawn of creation, spanning millions and millions of light-years, it is destined to be complete in itself both externally and internally. We are the various parts of this flower; as sensible beings, we can only guess at its existence. Without identification with this supreme truth, it is impossible to grasp even a minimum of its exaltation.

—:—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল,** কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st August 2026
Shravan–1433
Vol. 24. No. 4

REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে

আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ২রা আগস্ট, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ৯ই আগস্ট, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৬ই আগস্ট, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২৩শে আগস্ট, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ৩০শে আগস্ট, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।

অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।

যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—

শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩

আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।

Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.